CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-212 ■ 4 May, 2026 ■ আগরতলা ৪ মে, ২০২৬ ইং ■ ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

# পাঁচ রাজ্যে ৮২৩ আসনে ভোট গণনা আজ

## নজরে বাংলা সহ দেশের রাজনৈতিক ময়দান

**নয়াদিল্লি, ৩ মে ।।** গত এক মাস ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা সোমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরির মোট ৮২৩টি আসনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে আগামীকাল।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক উত্তাপ দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ফলতা, ডায়মন্ড হারবার এবং মাগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণার পর রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতা দখলকে ঘিরে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

গত ৯ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ধাপে ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে এক দফায় ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয়। তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার ভোট হয় ২৩ এপ্রিল, আর দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল।

ভোটগণনার সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। আগামীকাল দিনের শেষে স্পষ্ট হয়ে যাবে কোন রাজ্যে কোন দল সরকার গঠন করতে চলেছে।

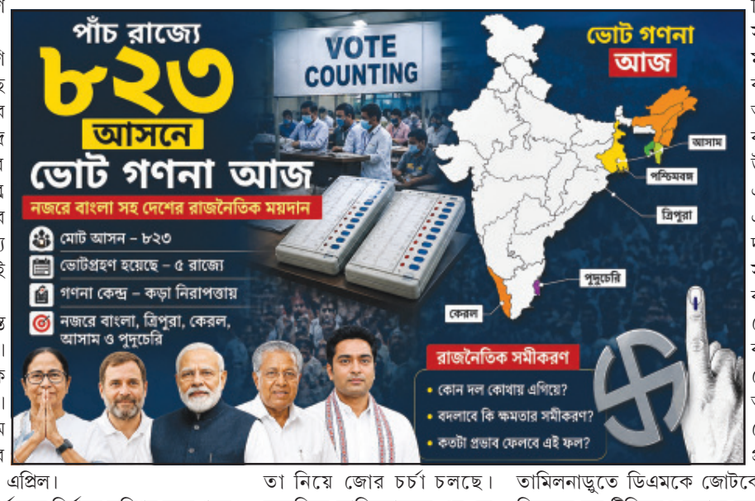


পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে এম কে স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকার পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার আশা করছে। অসমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেরলে পিনারাই বিজয়ন নিজেদের সরকার ধরে রাখার লড়াইয়ে রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ এক্সিট পোল বিজেপির ভালো ফলের পূর্বাভাস দিয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই সমীক্ষাগুলি খারিজ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তাঁর দল ২০০-র বেশি আসন পেয়ে ফের সরকার গঠন করবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বড় সমীক্ষা সংস্থা এক্সিস মাই ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গের এক্সিট পোল প্রকাশ করেনি। সংস্থার দাবি, প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটার সমীক্ষায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন।

কেরলে অধিকাংশ এক্সিট পোল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটকে এগিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে অসমে প্রায় সব সমীক্ষাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

তামিলনাড়ুতে ডিএমকে জোটকে এগিয়ে রাখা হলেও অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকেও সম্ভাব্য চমক হিসেবে দেখা হচ্ছে। পুদুচেরিতে এনডিএ জোট ফের ক্ষমতায় ফিরতে পারে বলে অধিকাংশ সমীক্ষায় পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

# জম্পুইজলায় বিজেপির পার্টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর

## উত্তেজনা এলাকাজুড়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** সদ্য সমাপ্ত এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল জম্পুইজলা এলাকা। বিজেপির অভিযোগ, বিজয় মিছিলের নামে তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকেরা জম্পুইজলায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও তছনছ চালায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, হামলার ঘটনায় দলীয় অফিসের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা হয় এবং গোটা কার্যালয় লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রাণ বাঁচাতে বিজেপি কর্মীদের সেখান থেকে পালিয়ে যেতে হয় বলে দাবি দলের। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, বিজেপির অভিযোগ পুলিশের সামনেই হামলা চালানো হয় এবং পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা অভিযোগ করেন, "এডিসি নির্বাচনে জয়ের পর তিপ্রা মথার কর্মীরা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। এমনকি তারা স্লোগান দিচ্ছে যে পাহাড়ে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের অফিস থাকবে, আর সেটি হবে মথার দলীয় অফিস।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# ধর্মনগর উপনির্বাচনের ভোট গণনা আজ, চূড়ান্ত প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হতে চলেছে ধর্মনগর উপনির্বাচনের ভোট গণনা। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ভোট গণনার জন্য মোট ১৪টি টেবিল রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখবেন।

ভোট গণনাকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা ফলাফলকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন। প্রশাসনের আশা, সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে সকাল ১০টার মধ্যেই ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# দক্ষিণে ঝড়-বৃষ্টির দাপট ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা বাড়ি-ঘর, ফসল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর আগরতলা শহর আশপাশ এলাকায় ধাপে ধাপে বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। বহু নিচু এলাকায় জল জমে গেছে। যান চলাচলেও নাজেহাল হতে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। সিপাহী জেলায় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সূত্রের খবর চরিলাম বিশ্রামগঞ্জ ও বিশালগড়ে বিভিন্ন এলাকাতে ঝড়ো হাওয়ায় বহু ঘরবাড়ি গাছপালা পড়ে গেছে। জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গাতেও জল জমে গেছে। ঝরে বহু ঘরের ছাউনি উড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিদ্যুতের। শিলা বৃষ্টিতে জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এদিকে ভারী বৃষ্টির কারনে দক্ষিন জেলার মথু মগ পাড়া - বাইখোড়া স্কুলের রাস্তায় প্রায় ৪০ টি রাবার গাছ পড়ে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরে। সিভিল ডিফেন্স ও আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়ে গাছগুলি কেটে রাস্তাটি চলাচল যোগ্য করে তোলে। বিলোনিয়ায় বজ্রপাতে একটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি জানিয়েছেন,গত কয়েকদিন ধরে জেলার বিভিন্ন সানে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিতে মানুষের বাড়িঘর, ধান, সব্জি ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপনের কাজ চলছে। জেলার তিনটি মহকুমায় মোট ৬৮৫ টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পযন্ত ৪৭৮টি পরিবারকে ৪৫ লাখ ১হাজার৭৮২ টাকা বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে।

সিভিল ডিফেন্স ও আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক,কৃষি, মৎস্য ও বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অনান্য দপ্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দ্রুত সহায়তার কাজ করে চলছেন বলেও জানান তিনি। আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সবকটি জেলায় ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া সহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২০. ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামীকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলায় বৃষ্টিপাতের পরিমান ৩১. ২ মিলিমিটার।

# দিল্লিতে বহুতলে অগ্নিকান্ড, মৃত ৯

**নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস) ।।** দিল্লির বিবেক বিহার এলাকায় বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মৃতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার ভোর প্রায় ৪টা নাগাদ চারতলা একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগে। দ্রুত ঘটনাস্থলে ১৪টি দমকল ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় সকাল ৬টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় বলে দমকল সূত্রে খবর।

উদ্ধার অভিযানে মোট ১৫ জনকে ভবন থেকে বের করে আনা হয়, যার মধ্যে দু'জন সামান্য আহত হন। তাদের গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতাল-এ ভাত করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক বার্তায় রাজনাথ সিং বলেন, "বিবেক বিহার, দিল্লিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল ও ক্রাইম টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে ৯ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে আগুন লাগার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# প্রথমবার অর্গানিক গম চাষে রাজ্যে রেকর্ড ফলন ঃ কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ জানিয়েছেন, রাজ্যের অর্গানিক কৃষি ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে কারণ ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো সফলভাবে অর্গানিক পদ্ধতিতে গম চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথের দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং ত্রিপুরা রাজ্য অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (টিএসওএফডিএ)-র সহায়তায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এফপিসি এবং অগ্রণী কৃষকদের সহযোগিতায় এই প্রকল্প সফলতার মুখ দেখেছে।

মন্ত্রী জানান, জিরানিয়া, লেফুংগা, হেজামারা, মান্দাই, বেলবাড়ি, জম্পুইজলা , তুলাশিখর, তেলিয়ামুড়া, অম্পি ও কল্যাণপুরের বিভিন্ন ক্লাস্টারে এই ফসলের চাষ করা হয়েছে। এটি অর্গানিক কৃষিক্ষেত্রে ফসলের বৈচিত্র্যকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং ত্রিপুরায় অর্গানিক ফসল উৎপাদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে গম চাষের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ২.১১৯ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টর। অথচ চলতি বছরে অর্গানিক গমের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩.০৩ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে, যা প্রচলিত চাষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এটি জাতীয় গড় উৎপাদন (প্রতি হেক্টরে ৩.৫ মেট্রিক টন)— অনেক কৃষক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে, যা পুষ্টিসুরক্ষা, ফসলের বৈচিত্র্যকরণ ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং এফপিসি-র মাধ্যমে কৃষকদের সমবায় অংশীদারিত্বের ফলে রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# তিন দিন পর নদী থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** অবশেষে টানা তিন দিনের অভিযানের পর নদী থেকে উদ্ধার করা হল রাকেশ শীলের মৃতদেহ। রবিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ কিশান চন্দ্রনগর স্কুল সংলগ্ন নদী এলাকা থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এনডিআরএফ, গোকুলনগর সিটিআই-এর দ্বিতীয় বাহিনী এবং টিএসআরের আন্ডার ওয়াটার ডিপ ডাইভিং টিম।

রাকেশ শীলের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় আমতলী থানার পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার ঈশান চন্দ্রনগর স্কুল সংলগ্ন নদীতে তলিয়ে যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# জাল সই করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ আটক এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** বায়ো ডাইভারসিটি বোর্ডের গোর্খাবস্তি অফিসে কর্মরত মাল্টি টাস্ক স্টাফ সুরজিৎ চক্রবর্তীকে আটক করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অফিসের ডিডিও দাসু চাকমার স্বাক্ষর জাল করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে আত্মসাতের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বলে জানা গেলেও, তদন্তকারী পুলিশের অনুমান এই টাকার অঙ্ক ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকাও হতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সরকারি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ঃ আশীষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।।** ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করল প্রদেশ কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ও মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বিজেপির বিরুদ্ধে "মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার" অভিযোগ তোলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, মহিলা সংরক্ষণের প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থান বরাবরই স্পষ্ট। ২০১০ সালে রাজ্যসভায় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের ক্ষেত্রে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অথচ বর্তমানে বিজেপি সরকার এই ইস্যুকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালে পাশ হওয়া নারী শক্তি বন্দন আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ দেয়নি। বরং জনগণনা ও ডিলিমিটেশনকে সামনে এনে বিষয়টিকে জটিল করে তোলা হয়েছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, বর্তমান লোকসভা ও বিধানসভাতেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করা সম্ভব ছিল।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও বলেন, বিজেপি মহিলা ক্ষমতায়নের কথা বললেও বাস্তবে দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। তিনি অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 04-05-2026, 00:41

জাগরণ আগরতলা, ৪ মে ২০২৬ইং
২০ বৈশাখ, সোমবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

# অনলাইন ঔষধ ব্যবসা নিয়া দ্বিমত বাড়িতেছে

ই-ফার্মাসি বা অনলাইন ঔষধ বিক্রির প্রতিবাদে ঔষধ ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট একটি বেশ আলোচিত এবং স্পর্শকাতর বিষয়। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে মূলত বেশ কিছু উদ্বেগের কারণে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।অনলাইন ফার্মাসিগুলো অনেক সময় বিশাল ছাড় দিয়া ঔষধ বিক্রি করে, যাহা সাধারণ খুচরা বিক্রেতাদের জন্য টিকিয়া থাকা কঠিন করিয়া তোলে।ব্যবসায়ীদের দাবি, ই-ফার্মাসিগুলোর ওপর যথাযথ তদারকি বা কঠোর নীতিমালা নাই। তাহারা চান ড্রাগ আইনের সঠিক প্রয়োগ।অনেক সময় অভিযোগ তোলা হয় যে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ঔষধের গুণমান যাচাই করা কঠিন এবং এর ফলে নকল বা নিম্নমানের ঔষধ বাজারে ছড়াইয়া পড়িবার ভয় থাকে।প্রচলিত ঔষধের দোকানে নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট থাকেন যাহারা রোগীকে পরামর্শ দিতে পারেন। অনলাইনে অনেক সময় প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ঔষধ বিক্রির প্রবণতা দেখা যায়, যাহা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।অনলাইন ঔষধ বিক্রির জন্য একটি স্বচ্ছ এবং কঠোর গাইডলাইন তৈরি করা প্রয়োজন।খুচরা বিক্রেতা এবং ই-ফার্মাসিউভয় পক্ষের জন্য সমান ব্যবসার সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার।ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর লাইসেন্স ও ঔষধের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা খুবই জরুরী।

জামাকাপড়, খাবার বা ইলেকট্রনিক্সের মতো অনলাইনে এক ক্লিকেই বাড়ির দোরগোড়ায় চলিয়া আসিতেছে ওষুধ। করোনা মহামারির সময় ভারতে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাইয়াছিল ই-ফার্মাসি ব্যবস্থা। সেই সময় জরুরি পরিস্থিতিতে ওষুধ ঘরে পৌঁছিয়া দেওয়ার জন্য এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে এক বড় ভরসা হইয়া উঠিয়াছিল। করোনা পরিস্থিতি অনেক আগেই নিয়ন্ত্রণে আসিলেও ই-ফার্মাসি পরিষেবা এখনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা অনেক বেশি সহজ ও দ্রুত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া যাঁসারা দূরে থাকেন বা শারীরিকভাবে চলাফেরায় অসুবিধা রহিয়াছে, তাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা বড় সুবিধা আনিয়া দিয়াছে। তবে এই সুবিধার বিপরীতে এবার সরব হইয়াছে দেশের ওষুধের দোকানদারদের সর্ববৃহৎ সংগঠন ‘অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস’ (এআইওসিডি)। সেই সঙ্গে ই-ফার্মেসি বন্ধ করা-সহ একাধিক দাবিতে আগামী ২০ মে, বুধবার দেশব্যাপী ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে তাহারা।বর্তমানে দেশে প্রায় ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ওষুধের দোকানদার এই সংগঠনের সদস্য। তাহাদের ডাকা ধর্মঘট সফল হইলে ওই দিন দেশজুড়িয়া জীবনদায়ী ওষুধের পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ওষুধের দোকান বন্ধ থাকায় হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং সাধারণ গ্রাহকদের দৈনন্দিন চিকিৎসা পরিষেবা কিছুটা ব্যাহত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ধর্মঘট সাধারণ মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, তাই বিকল্প ব্যবস্থা আগে থেকে নিশ্চিত করা জরুরি। সংগঠনের মূল লড়াই, অনলাইন ফার্মেসি বা ই-ফার্মেসির বিরুদ্ধে। তাহাদের অভিযোগ, ই-ফার্মাসি দেশের ঐতিহ্যবাহী ওষুধ ব্যবসার ভিত নড়াইয়া দিতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে জনস্বার্থ ও সুরক্ষা দুই-ই বিঘ্নিত হইতেছে।এআইওসিডি-র দাবি, অনলাইন ব্যবস্থায় ওষুধের সুরক্ষা বিধি মানা হইতেছে না। বাজারে অসংখ্য ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ঘুরিতেছে এবং ফার্মাসিস্ট ছাড়াই ওষুধ বিক্রি হইতেছে। এমনকি প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার মতো বিপজ্জনক কাজও চলিয়াছে অনলাইনের দাপটে।

বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলি নিজেদের ইচ্ছেমতো ওষুধের দাম কমাইতেছে বা বাড়াইতেছে। সংগঠনের দাবি, অসুস্থ প্রতিযোগিতার জেরে ওষুধের গুণমানও অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পাইতেছে। ২০২০ সালের ২৬ মার্চ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার দোকানদারদের বাড়ি-বাড়ি ওষুধ পৌঁছিয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়াছিল। সেই বিশেষ পরিস্থিতির নির্দেশিকাকে ঢাল করিয়া ই-ফার্মেসিগুলি বর্তমানে তাহাদের ব্যবসা জাঁকাইয়া বসিয়াছে।এআইওসিডি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজীব সিংহল কড়া ভাষায় জানাইয়াছেন, ”চাল, ডাল বা আটার সঙ্গে ওষুধের তুলনা চলে না। ই-ফার্মেসির নামে মানুষের জীবন নিয়া ছেলেখেলা বন্ধ করিতে হইবে।”ওষুধ ব্যবসায়ীদের এই পদক্ষেপ নিয়া অবশ্য মহলের ভেতরেই দ্বিমত রহিয়াছে। ‘অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশন’-এর সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ সরকার এই বনধের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ধর্মঘট সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়াইবে এবং বিষয়টি বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারাধীন। ই-ফার্মেসিগুলো ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়ায় ছোট ও মাঝারি দোকানদাররা প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। তবে এআইওসিডি-র পাল্টা যুক্তি, এই অবিশ্বাস্য ছাড়ের লোভ দেখাইতে গিয়াই বাজারে জাল ওষুধের রমরমা বাড়ছে এবং রোগীদের অজান্তেই শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হইতেছে।ইতিমধ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি জেলাশাসককে এই মর্মে স্মারকলিপি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ধর্মঘটের দিন জরুরি পরিষেবা কীভাবে বজায় রাখা হইবে, তাহা নিয়া এখনও কোনও স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়নি। ফলে ২০ মে অসুস্থ রোগী ও তাঁহাদের পরিজনদের যে চরম বিপাকে পড়িতে হইবে, তাহা নিয়া কোনও সন্দেহ নাই। আগেভাগে তৈরি থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

# বাঙলা মূকাভিনয়

**কাজী মশহুরুল হুদা**

বাঙালির ইতিহাস, হাজার বছরের ইতিহাস। বাঙলা একটি জাতির সত্তা। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের যে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসরত বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষাগত অঞ্চলের অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। যা ব্রিটিশ চক্রান্তে অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করে। প্রাচীন বঙ্গদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ পরিচয়কে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলা হয়। যাদের ইতিহাস অন্তত চার হাজার বছর পুরান এবং এদের মাতৃভাষা বাংলা। অতএব বাঙালির জাতীয়তাবাদ বাংলার ইতিহাস এবং সেসব মানুষের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রাই বাঙালিপনা, বাঙলার অথবা বাঙালির কর্মকাণ্ড। ১৯৭১ সালে বাংলার কিছু অংশ মিলে নতুন একটি স্বাধীন বাংলার দেশ গঠিত হয়েছে। যার নাম বাংলাদেশ (একটি জাতি থেকে একটি রাজ্য বা দেশে পরিণত হয়েছে)। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হওয়ার ফলে বাঙলার ওপর ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়, যা ভারতের অধিরাজ্যের বাংলায় হিন্দুধর্মীয় প্রভাব পড়ে এবং পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্বপাকিস্তান রূপে আবির্ভূত বাংলায় (বর্তমানের বাংলাদেশ রাষ্ট্র) ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিরাজমান। সে ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রভাব ভৌগোলিকতায় সাংস্কৃতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মূল কথা হলো বাঙালির জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তি তথা নিজস্ব জাতিসত্তাকে বোঝায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের আত্মপরিচয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করায় এবং মানসিক ধারণা থেকে অনুভূতি মূলক প্রেরণার তাগিদ সৃষ্টি করে।

সময়ের পালাবদলে নাট্য, নৃত্য, সংগীতের মতো এখন প্রশ্ন উঠেছে মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রেও। বাঙালি জাতি হিসেবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মূকাভিনয়ে আমাদের নিজস্বতা রয়েছে কিনা? অথবা কেমন হওয়া উচিত আমাদের মূকাভিনয়? আমি বলি অবশ্যই নিজস্বতা রয়েছে। কারণ বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি একদিনে গড়ে ওঠেনি। হাজার বছরের মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি। যেমনভাবে গড়ে উঠেছে ফরাসি, ব্রিটিশ, চাইনিজ, জাপানিস সংস্কৃতি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মূকাভিনয় শিল্প মাধ্যম ছিল সম্পূর্ণ নতুন। মূলত এই চর্চার বাস্তব যাত্রা শুরু হয় সত্তর দশকের দিকে। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় নিজস্ব সংস্কৃতিতে মূকাভিনয়কে ‘বাঙালি মূকাভিনয়ের স্বরূপ বা স্বতন্ত্র সক্রিয়তা’ দিয়ে নির্মাণ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম, যা হবে শুধুই আমাদের অর্থাৎ বাঙালি জাতির মূকাভিনয়ের ব্র্যান্ডিং। আন্তর্জাতিকভাবে তা হবে ব্রিজিং ও সর্বোপরি হয়ে উঠবে ব্র্যাডিং। আমি তখন প্রথম উত্তর আমেরিকা মাইম ফেস্টিবলের (১৯৮৩) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করি। তখন আমার স্কেচ ছিল ‘বাঙলার রমণী’ (বেঙ্গল লেডি)। সেটি তৈরি করেছিলাম নিজস্ব ডিজাইনের ড্রেস দিয়ে। এর পর সেই প্রদর্শনী

*বাঙালির ইতিহাস, হাজার বছরের ইতিহাস। বাঙলা একটি জাতির সত্তা। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।*

হয় কানাডার ভ্যাংকুভারে ওয়াল্ড এক্সপোতে। ওই প্রদর্শনীতে ইন্টারন্যাশনাল মাইম অ্যাম্বাসেডর অব বাংলাদেশ উপাধিতে আমাকে সম্মানিত করা হয়। সময়টা ছিল ১৯৮৬ সালের দিকে। দেশে এখন মূকাভিনয়ের চর্চা খুবই আশাব্যঞ্জকভাবে শুরু হয়েছে। ছিন্ন ছিন্নভাবে থাকা শিল্পীরা একত্রিত হচ্ছেন বিভিন্ন প্লাটফরমে। একতাবদ্ধ হয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন তারা। এ কাজে তাদের সাধুবাদ জানাই। তাদের বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে এবং আলোচনা শুনে মনে হলো আমাদের মূকাভিনয়ের একটা নিজস্বতা থাকা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কিছু করা জরুরি। নতুনদের জন্য যা হবে দিকনির্দশনা ও পথের সন্ধান। ‘বাঙালি মূকাভিনয় বা বেঙ্গল মাইম’ সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আমার এ লেখা।

আমরা সবাই জানি ‘মূকাভিনয় একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম’, যা নির্মিত হয়েছে নৃত্যশিল্প ও নাট্যশিল্পের বর্ডার লাইনের অবয়বে। মনের ভাব দৈহিক ভাষায় ছন্দময়তা ও অভিনয়ের আলোকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম এটি। সেখানে না থাকবে নৃত্যের, না থাকবে নাট্যের ধারা। থাকবে শুধু মূকাভিনয়ের নিজস্ব ধারা। মূকাভিনয়ের রয়েছে নিজস্ব ফর্ম, স্টাইল ও টেকনিক, যা চিরন্তন বা ইউনিভার্সেল। কিন্তু স্থান, কাল পাত্রভেদে জীবনযাত্রা ভিন্নতর দেখা যায়। আমাদের চাল-বলন, বসন, চলন ইত্যাদির জীবন প্রণালি বা জীবনযাত্রা অন্য জাতি থেকে আলাদা। পোশাক-পরিচ্ছদে, রীতিনীতিতে, চলন-বলনে, খাওয়া-দাওয়ায় ইউরোপিয়ান অথবা চাইনিজ বা জাপানিজ থেকে ভিন্নতর। এই ভিন্নতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্টাইলের পরিবর্তন রয়েছে। নতুন নতুন টেকনিকের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ফর্মের ক্ষেত্রে সবই সমান। অনুভূতির প্রকাশ সর্বকালে সবার মাঝে সমান। দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদির বহির্পকাশ সব জাতির কাছেই এক রকম। মানুষের অনুভূতি প্রকাশে ভিন্ন জাতির কাছে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা বলে থাকি ফরাসি মাইম, ব্রিটিশ মাইম, আমেরিকান মাইম ইত্যাদি। এমনটি বলার কারণ এগুলো সব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা জীবনযাত্রার প্ররিস্ফুটন। যেহেতু বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, তাই আমাদেরও একটি ভিন্ন দর্শন থাকা জরুরি। গ্রাম- বাংলার জীবনযাত্রা আবহমান কালের। বাঙালির মূকাভিনয়ে এর চিত্র তুলে ধরতে পারলেই অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সময় এসেছে বাঙালি মূকাভিনয়কে সুস্পস্টভাবে দাঁড় করানোর। এটি করতেই হবে। আমাদের নির্ণয় করতে হবে ‘বাংলার মূকাভিনয় দর্শন’। আমি দেখেছি আমাদের তরুণ শিল্পীদের অনেকেই ভিনদেশিদের ধারায় আক্রান্ত। এর কারণ যদিও আমরা। আমরা এত বছরেও নিজেদের ধারা তৈরি করতে পরিনি। তাই এই বাংলায় পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লাগার পূর্বে বাঙালি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধারায় ফিরে আসতে হবে। যে সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠার গল্প আছে, জীবনযাত্রার ছবি আছে তার আলোকেই আমাদের মূকাভিনয় ধরণ নির্ণয় করতে হবে। ওটাই হবে বাঙলা মূকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও স্বরূপ। এ ক্ষেত্রে শহরকে বেছে নিলে চলবে না। আমাদের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাই আমাদের সংস্কৃতি। ভাষা, রাজনৈতিক, সামাজিকতা, কৃষ্টিতে বাঙালিআনা থাকতে হবে। চলন-বলন, কথন সব ক্ষেত্রেই এসব উপকরণ অবলম্বন করে মূকাভিনয় ফর্মে, স্টাইলে এবং টেকনিকে আমাদের জীবন প্রণালি ফুটিয়ে তুলতে হবে, যা হবে বাঙালির মূকাভিনয়। যাকে আমরা বলব ‘বাঙলার মূকাভিনয় বা বেঙ্গলি মাইম’। আমি বাঙালি মূকাভিনয়ের ওপর সিরিজ ভিডিও নির্মাণের পরিকল্পনা করছি। যাতে হাতে-কলমে চর্চার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আশা রাখি।

মূকাভিনয়ের প্রধান উপাদান হলো দেহ এবং মনকেন্দ্র করে। ফর্ম, স্টাইল ও টেকনিকের ব্যবহার হয় দেহের মাধ্যমে এবং মনের দ্বারা। দেহের ভাব ভঙ্গিমার মাধ্যমে প্রকাশ পায় গল্প, স্কেচ ও বিষয়বস্তু। চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে উপস্থাপনার মাধ্যমে। জাতীয়তাবাদের তত্ত্বের উপায়ও আসে চিন্তাধারার মাধ্যমে। আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই প্রকাশ পাবে বাঙালির মাইম। যেমন- আমার দেশের মাছ ধরার কৌশল, মাঝিমাল্লাদের দাঁড়টানার চিত্র, কৃষক, কৃষি ও প্রকৃতি, গ্রামীণ নারীর চালচিত্রই আমাদের সম্পদ, যা অন্য জাতির থেকে আলাদা ও ভিন্নতর। সেগুলোই হবে আমাদের মূকাভিনয়ের অবলম্বন।

# তর্কশীল ভারতবাসী, তর্কপ্রিয় বাঙ্গালি

**বিনয়ভূষণ দাশ**

ভারতবাসী তর্কশীল, আর বাঙ্গালি স্বভাবতই তর্কপ্রিয়। ভারতের বৈশিষ্ট্যই হলো কোনও বিতর্কিত বিষয়ে তর্কসভা বসিয়ে আলোচনা আর বিতর্কের মাধ্যমে বিবাদিত বিষয়ের সমাধান করা। এই পরম্পরা ভারতে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-গার্গী, মণ্ডন মিশ্র এঁদের ঐতিহ্য ভারতীয়দের তর্কশীল করে তুলেছে। সহিষ্ণুতা দান করেছে। তবে সে সহিষ্ণুতা অন্যায়ের প্রতি নয়। সেখানে তাকে ‘বজ্রাদপি কঠোরাণি’ হবার কথাই বলা হয়েছে। সম্প্রতি একটি বাজারি পত্রিকায় জনৈক আহমেদের অনুপ্রবেশকারী এবং উইপোকা নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি পড়ে বিষয়টি আবার চিন্তায় আঘাত করল। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে নানাজনের নানা মন্তব্য আমাদের চিন্তিত করে দেয়। কিন্তু একটা বিষয়, সেখানে সবাই নিজের মন্তব্য করতে পারে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সে সুযোগ নেই। কিন্তু তর্কশীল ভারতীয় তত্ত্ব মানতে হলে সে সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সেটা না থাকলে শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোই হবে। একটা ন্যারেটিভ থাকলে তার বিপ্রতীপে অন্য ন্যারেটিভও থাকবে। উভয়কে পাশাপাশি স্থান দেওয়াই সুস্থ গণতন্ত্র। কোনও একটাকে দাবিয়ে রাখলে সুস্থ গণতন্ত্রের বিকাশ হতে পারে না।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ গণতান্ত্রিক বিকাশে দ্বিচারিতাই প্রধান অন্তরায়। বুদ্ধিজীবী ও গণতন্ত্রপ্রেমী তাদের একতরফা মতামত দেবেন কিন্তু তার বিপ্রতীপে যে মত তার প্রকাশে সর্বতোভাবে বাধা সৃষ্টি করবেন এটা চলতে পারে না। এই বঙ্গে আজ পক্ষপাতপূর্ণ মতামতই প্রাধান্য পায়। বিরুদ্ধ মতের স্থান নেই। সম্প্রতি অনুপ্রবেশকারী, শরণার্থী, উইপোকা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠার স্থান নিচ্ছে এক পক্ষপাতমূলক আবেগ। অথচ, বিষয়টির আলোচনায় আরও বেশি আবেগহীন বস্তুনিষ্ঠা আশা করা যায়। ভারতের অনুপ্রবেশকারী আলোচনায় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটটি না বিশ্লেষণ করলে তা অসম্পূর্ণ এবং অর্ধসত্য হয়ে যায়। শ্রী আহমেদের আলোচনায় বিশ্বের অনেক দেশের প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির কোনও প্রসঙ্গই আসেনি। মানবের অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে রোয়ান্দা, জার্মানি ইত্যাদি দূরের দেশের উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের দেশের মানবিক অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে। তার আলোচনায় আমাদের নিকট প্রতিবেশী চিনের ইউঘুর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমারের প্রসঙ্গ কেন এল না বুঝলাম না। এটা কি ইচ্ছাকৃত? মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন, উদ্বাসনে এই দেশগুলির চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে কি? অন্যান্য দেশের উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা হাজারে হাজারে; আর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা লাখ লাখ ছাড়িয়ে কোটিও ছাড়িয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই উদ্বাসনের দ্বিতীয় কোনও উদাহরণ নেই। আজও আমাদের মধ্যে এমন লাখ লাখ মানুষ রয়েছেন যারা ওই উদ্বাসন ও অত্যাচারের শিকার। শ্রী আহমেদের কী এদিকে দৃষ্টি পড়ে না; তাই ওই দূরের পানে তাকানো! আমাদের একই ভাষার, একই ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীর মানুষদের যেভাবে যে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক অত্যাচার করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল সে আখ্যান কি আহমেদবাবু জানেন না? এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উদ্বাস্তু’ পুস্তকে সেই অবর্ণনীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন। দেশভাগের ঠিক পরে পরেরই এই ঘটনা। এক গ্রাম্য বধূ পুকুরে স্নান করছেন, হঠাৎই খেয়াল করলেন, পুকুরের চারপাশে যুবক, মাঝবয়সি অনেক মানুষ ভিড় করেছে। হঠাৎই পুকুরের একদিক থেকে আওয়াজ উঠল, ‘পাক, পাক, পাকিস্তান’ অন্যদিক থেকে প্রত্যুত্তর হলো, ‘হিন্দুর ভাতার মুসলমান’। এক প্রৌঢ় মুসলমান অন্য এক যুবককে বলল, ওরে তোর চাচিজানের পা অসাড় হয়ে গেছে, ওকে ধরে টেনে তুলে আন। ওই গ্রাম্য বধূর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া হিন্দুদের ‘মালাউন’ ও নানা নামে গাল দেওয়া তো আছেই। আমার এক মামাতো ভাই তার বাল্যকালের বিদ্যালয়ের বন্ধুদের তাকে ‘মালউন’ বলে খ্যাপানো আজও ভুলতে পারে না। শ্রী আহমেদ এবং অন্য বুদ্ধিজীবীরা এই অন্য ‘ন্যারেটিভ’টাও খেয়ালে রাখুন। দূরের রোয়ান্দা, জার্মানি, দক্ষিণ আমেরিকার ঘর পোড়া দেখুন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং চিনের ইউঘুরদের বিষয়েও দিকাত করুন। রাষ্ট্র সঙ্ঘের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত কারণেই হিন্দু- শিখ- বৌদ্ধ- খ্রিস্টান এঁরা অত্যাচারিত হয়েই এদেশে এসেছেন; সুতরাং তাঁরা শরণার্থী’; মুসলমানরা ওই দেশগুলিতে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়িত হননি। তারা রোজগার অথবা জীবিকার্জনের জন্য অথবা অন্য উদ্দেশে এসেছেন। সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা ‘অনুপ্রবেশকারী’। তাই তাদের ফেরত পাঠানোরই কথা। আজকের দিনে বেশি জনসংখ্যা যে কোনও দেশেরই সমস্যা, এই সমস্যা কোনও দেশ বাড়তে দিতে পারে না; ভারতই বা দেবে কেন?

# বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি বিহারীলাল

বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি হিসেবে সুপরিচিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বাংলা গীতি কাব্য-ধারার ‘ভোরের পাখি’ বলে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ সম্বন্ধ প্রস্তাব করেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিবেশী প্রিয়নাথ সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র শরৎকুমার তখন বিহারের মজঃফরপুর কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেছেন ।

আশা নিরাশার দোলাচলে বিবাহটি শেষ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয়েও থমকে দাঁড়ায় বিশ হাজার টাকা পণের দুয়ারে। পণ কষাকষির সুবিধার জন্য প্রিয়নাথবাবু কবি রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় এসে কথা বলতে অনুরোধ জানান। প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করেও শেষতক রাজি হয়ে যান কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রিয়নাথ সেনকে তিনি জানান, তোমারই জিত হলো, কলিকাতায় চল্লুম। পৌঁছব শনিবার বিকেলে, রবিবার সকালে তোমার সাথে দেখা হবে জোড়াসাঁকোয় নববর্ষের উপাসনা অনুষ্ঠানে।

শেষপর্যন্ত পাত্রপক্ষ বিশ হাজার থেকে নামলেন দশ হাজারে। কিন্তু বিয়ের অন্তত তিন দিন আগে পণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। ধনুক ভাঙা পণ পাত্রপক্ষের। দুঃখজনক হলেও মহর্ষি পরিবারে কন্যাদের বিবাহে এ পর্যন্ত প্রায় সব জামাতাকেই অল্পবিস্তর পণ দিতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পণ; যৌতুক হিসেবে দান করেছেন আশীর্বাদস্বরূপ স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহ অনুষ্ঠানে। মহর্ষি পরিবারের পক্ষে শর্তটি অপমানজনক হলেও তিন তিনটি কন্যার পিতা রবীন্দ্রনাথকে এক্ষেত্রে রাজি হতে হয়। যদিও তাঁর পক্ষে সে সময় এই বিপুল পরিমাণ টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গিয়েছে বিধায় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় উপযাচক হয়ে অন্য কোথাও থেকে ধার করে এনে টাকা মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেন রবীন্দ্রনাথকে। সেন মহাশয় দ্বারা বিষয়টি সহনীয় করে দেবার আশ্বাস পেয়ে কবি তাঁকে বিষয়টি বিশেষভাবে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানাতে নিষেধ করেন। কিন্তু কবির পক্ষে পিতার কাছে বিষয়টি গোপন করা সম্ভব হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি জেনে মহর্ষি অপমানিত বোধ করেন। বলেন, বরকন্যাকে আশীর্বাদ স্বরূপেই যৌতুক দিতে হয়কিন্তু বিবাহের তিন দিন পূর্বে যৌতুক চাহিবার কারণ কী ? আমার প্রতি কী অবিশ্বাস ? তিক্ত এই অভিজ্ঞতার বিষয়টি কবি তখন হবু জামাতার কাছে ব্যক্ত করতে বাধ্য হলেন। মনে তাঁর ক্ষীণ আশা, শরৎকুমার যদি তাঁকে এই জটিলতা থেকে উদ্ধার করেন ! শরৎকুমারকে তিনি স্পষ্ট লিখলেন, “তোমার গুরুজনদের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া যে তুমি বিবাহে সম্মতি দিবে এরূপ ইচ্ছা আমার নাই তাঁহাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও নির্ভর দেখিয়া তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়াছে।” অপরদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলাল পুত্র শরৎকুমারের। হয়তো মাধুরীলতার ছবিও তিনি কোথাও দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি মায়ের অনুমতিসাপেক্ষে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। যবনিকার অন্তরালে আসলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহোদয়দ্বয়। যাহারা জামিনদার হয়ে এই সংকটের নিরসন করেন। বিবাহের মূল ঘটক প্রিয়নাথ সেন। তাঁর কাছে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্জি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল “.. শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় না এবং বাবামশায়ও বিবাহের পূর্বে যৌতুক দিবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না”।

মাধুরীলতার ডাকনাম ছিলো বেলা। হতে পারে সেটা কালের বেলা কিংবা সমুদ্রতট। বিয়ের কিছুদিন পরই বেলার হলো প্রাণঘাতী যক্ষা। বলে রাখা প্রয়োজন, বেলাপতি শরৎ এর সঙ্গে শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো বনিবনা ছিল না। জামাই যখন প্র্যাকটিস করতে চলে যেত হাইকোর্টে, তখন রবীন্দ্রনাথ পালকি গাড়িতে চড়ে মেয়ের বাড়িতে যেতেন, যাতে পাড়ার লোকে তাঁকে দেখতে না পায় ! দুপুরবেলা বসে গায়ে পাখা করতেন, আর মেয়ের সঙ্গে নানারকম গালগল্প করতেন। বেলা গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। ১৯১৮ সালের ১৬ই মে এমনই একদিন ভরদুপুরে বেলা’র দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়াতেই চিৎকার কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলেন পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুঝে গেলেন, বেলা চলে গেছে, গাড়ি থেকে নামেন নি ঠাকুর। গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি চলে এলেন। সেদিন বিকেলে বিচিত্রা নামক তাঁদের ক্লাবে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হলেন। নিতান্ত আপন দু’কজন মাত্র জানত যে, বেলা আজ সকালবেলা গত হয়েছে। এবছরের জুন মাসেই শান্তিনিকেতনে চালু হলো ‘মাধবীলতা বৃত্তি’।

হায় ভারতবর্ষ, তোমারই সৃষ্টি রামায়ন কিংবা মহাভারতে পঞ্চনারী অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী। স্বামী বিবেকানন্দের চোখে নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। বুদ্ধদেবের জীবন রক্ষায় সুজাতা। সুলতান যুগের সুলতানা রাজিয়া কিংবা ঝাঁসীর রানী মহাবিদ্রোহী লক্ষ্মীবাই। বৈদিক যুগের সপ্তর্ষির পাশাপাশি অপালা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ীদের কথা নাইবা বললাম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ভারত বিকাশ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

# বিরোধীরা গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর উপর আঘাত করছে, মানুষই জবাব দেবে: কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু রবিবার বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেছেন, তারা সরকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম এবং বিচারব্যবস্থাকে নিশানা করে "ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির উপর আঘাত" করছে। তিনি বলেন, দেশের মানুষই এর উপযুক্ত জবাব দেবে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে রিজিজু লিখেছেন, "সমস্ত বিরোধী দল সরকারী সংস্থা, ইভিএম, নির্বাচন কমিশন, মিডিয়া এবং এখন বিচারব্যবস্থাকেও আক্রমণ করছে। তারা বুঝতে পারছে না যে তারা ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর উপর আঘাত করছে। অপেক্ষা করুন, দেশের মানুষই তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে এবং আজীবনের শিক্ষা দেবে।"

এদিকে, নির্বাচন কমিশন-এর তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা ঘিরে এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ায় ওই কেন্দ্রের ভোট সম্পূর্ণ বাতিল করে ২১ মে পুনরায় ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ফলতা কেন্দ্রের ২৮৫টি বুথে (সহায়ক বুথ-সহ) সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ফলে ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগণনা হলেও ফলতা কেন্দ্র এতে অন্তর্ভুক্ত থাকছে না। ওই কেন্দ্রে ভোটগণনা হবে ২৪ মে। এর আগে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ও মগরাহাট (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে পুনর্ভোটের ঘোষণা করা হয়, যা শনিবার শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ফলতা কেন্দ্রটি দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই বিতর্কে ছিল। নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের মধ্যে অচলাবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

ভোটের দিন ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ ওঠে এবং পুনর্ভোটের দাবিতে কমিশনের কাছে একাধিক আবেদন জমা পড়ে। পরে কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখে অনিয়মের মাত্রা নির্ধারণ করে।

সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকেই পুনর্ভোটের দাবিতে সর্বাধিক অভিযোগ জমা পড়ে, যার মধ্যে ফলতা অন্যতম। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক বুথে নজরদারি ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে সেই তথ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছায়নি। এছাড়াও অভিযোগ, কিছু বুথে ইভিএম টেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। যদিও দুপুর ১টার মধ্যে তা সরানো হয়, ততক্ষণে প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়ে যায়, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

# তামিলনাড়ুতে ভোটগণনা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, মোতায়েন ১৮ হাজার পুলিশ

চেন্নাই, ৩ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণাকে ঘিরে সোমবার রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোট ১৮ হাজার পুলিশকর্মী গণনা কেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন থাকবেন বলে প্রশাসন জানিয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল।

রাজ্যের ৬২টি গণনা কেন্দ্রে ইভিএম সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলি কঠোর নজরদারির মধ্যে খোলা হবে। ভোটগণনার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে আগামী সরকার কারা গঠন করবে, তাই রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে চতুর্মুখী লড়াই হয়েছে। দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম-নেতৃত্বাধীন জোট, অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম-বিজেপি জোট, নাম তামিলার কাচ্চি এবং অভিনেতা বিজয়ের তামিলগা ভেট্রি কাজাগামএই চারটি শক্তির মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিনেতা বিজয়-এর দল নির্বাচনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে এবং ভোট ভাগাভাগির ফলে ফলাফল আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ডিএমকে কি ফের ক্ষমতায় ফিরবে, নাকি এআইএডিএমকে-বিজেপি জোট ঘুরে দাঁড়াবে, অথবা বিজয় কি 'কিংমেকার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেনএই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলবে ভোটগণনার পরই।

সোমবার সকাল ৮টা থেকে পোস্টাল ব্যালট গণনা শুরু হবে, এরপর সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে ইভিএমের ভোট গণনা শুরু হবে। শান্তিপূর্ণভাবে গণনা সম্পন্ন করতে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

গণনা কেন্দ্র ছাড়াও রাজ্যজুড়ে প্রায় এক লক্ষ পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন। এছাড়া ৪০টির বেশি আধাসামরিক বাহিনীর কোম্পানি বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সন্দীপ রাই রাঠোরের নির্দেশে আইজি, ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও সুপারিনটেনডেন্টদের কড়া নজরদারি বজায় রাখতে বলা হয়েছে।

চেন্নাই শহরে কুইন মেরিজ কলেজ, আন্না বিশ্ববিদ্যালয় (গুইন্ডি) এবং লয়োলা কলেজে তিনটি গণনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩,০০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি শহরজুড়ে আরও ২০ হাজারের বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির কার্যালয়-সহ সংবেদনশীল এলাকাগুলিতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, যাতে ফল ঘোষণার সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অর্চনা পট্টনায়কের মতে, ভোটগণনার জন্য ২৩৪টি ইভিএম গণনা হল এবং ২৪০টি পোস্টাল ব্যালট হল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মোট ৩,৩২৪টি গণনা টেবিলে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই কাজে ১০,৫৪৫ জন কর্মী এবং ৪,৬২৪ জন মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োজিত থাকবেন।

নির্বাচন কমিশন প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে মোট ২৩৪ জন গণনা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। এছাড়া পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য ১,১৩৫ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে।

নিরাপত্তা জোরদার করতে তিনস্তরীয় সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো কিউআর কোড-ভিত্তিক ফটো আইডি কার্ড চালু করা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারেন। ফল ঘোষণা করা হবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে এবং তা নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম ও অ্যাপেও উপলব্ধ থাকবে। তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

# বিধাননগর গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা জোরদার

কলকাতা, ৩ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগরে একটি গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে শনিবার রাতে সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্ট্রংরুমের সামনে দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। শুরু হয় স্লোগান-পাল্টা স্লোগান, যা কিছুক্ষণের মধ্যেই সংঘর্ষে রূপ নেয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। পরে দুই পক্ষকে আলাদা করে ব্যারিকেড বসানো হয়।

ভারতীয় জনতা পার্টি-এর অভিযোগ, গণনা কেন্দ্রের বাইরে তাদের শিবিরের কাছে তৃণমূল কর্মীরা দলীয় পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করেই এই বচসার সূত্রপাত। অন্যদিকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত বড় কোনও অশান্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।ঘটনার পর স্ট্রংরুমের আশপাশে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য গণনা কেন্দ্রগুলির বাইরেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে গণনার দিন গণনা কেন্দ্রের বাইরে বাজি ফাটানো ও বিজয় মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।রাজ্যের ২৯৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার ৭৭টি গণনা কেন্দ্রে ভোটগণনা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্র বাদে এই গণনা প্রক্রিয়া চলবে, কারণ ওই কেন্দ্রে পুনর্ভোটের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।এদিকে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দলীয় গণনা এজেন্টদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে বিজেপি ৫০০-৭০০ ভোটে এগিয়ে থাকবে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গণনার দাবি তুলতে। পাশাপাশি তিনি এজেন্টদের রবিবার রাতেই গণনা কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করার পরামর্শ দেন, যাতে সোমবার সকালে দ্রুত কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়।

# বাণিজ্যিক এলপিজি দামের জেরে তামিলনাড়ুতে হোস্টেল-পি.জি ভাড়া বাড়ছে ৫ মে থেকে

চেন্নাই, ৩ মে (আইএএনএস): বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দামের ঊর্ধগতির প্রভাবে তামিলনাড়ু জুড়ে হোস্টেল ও পেয়িং গেস্ট (পি.জি) আবাসনের ভাড়া বাড়তে চলেছে। রাজ্যের আইটি হোস্টেল ও পি.জি মালিকদের এক সংগঠনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৫ মে থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হবে, যা গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

সংগঠনের দাবি, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রান্নার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বিশেষ করে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি হোস্টেলগুলির উপর বড় চাপ তৈরি করেছে।

নতুন ভাড়া কাঠামো অনুযায়ী, নন-এসি আবাসনের ক্ষেত্রে চারজনের শেয়ারিং রুমের মাসিক ভাড়া ৬,৫০০ থেকে ৭,৫০০ টাকার মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনজনের শেয়ারিং রুমে ভাড়া ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা এবং দু'জনের শেয়ারিং রুমে ৮,০০০ থেকে ৯,০০০ টাকার মধ্যে থাকবে।

তবে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অবস্থান, সুযোগ-সুবিধা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভাড়ায় কিছুটা তারতম্য হতে পারে। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যাওয়ায় বড় পরিসরে রান্নার কাজে নির্ভরশীল হোস্টেলগুলির খরচ অনেক বেড়েছে।

সরকারি মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি সরবরাহ ঘাটতির কারণেও অনেক ক্ষেত্রে বেশি দামে সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। খরচ কমাতে কিছু হোস্টেল সাময়িকভাবে জ্বালানি কাঠের মতো বিকল্প ব্যবস্থায় গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলির দামও বাড়ায় তা দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব হচ্ছে না।রাজ্যে আনুমানিক ২০ হাজারের বেশি হোস্টেলে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ থাকেন, যার বড় অংশই চেন্নাইয়ে। খরচ বাড়ার প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছেকিছু হোস্টেল খাবারের পরিষেবা কমিয়েছে বা কিছু পদ বাদ দিয়েছে।

বাসিন্দারাও এই বাড়তি খরচের চাপ অনুভব করছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বাইরের খাবার বা প্যাকেটজাত খাবারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, ফলে মাসিক ব্যয় আরও বাড়ছে। পাশাপাশি কিছু আবাসনে রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বাড়ানো হয়েছে।

জ্বালানির দামে দ্রুত স্বস্তি না মিললে আগামী দিনে আবাসন খরচ আরও বেশি থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এতে তামিলনাড়ুর শহুরে মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী মানুষের উপর আর্থিক চাপ আরও বাড়বে।

# গ্রেট নিকোবর প্রকল্পে বদলাতে পারে ইন্দো-প্যাসিফিক শক্তির সমীকরণ, চিনের জন্য চ্যালেঞ্জ: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গ্রেট নিকোবর প্রকল্প ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্য বদলে দিতে পারে এবং চিনের জন্য বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

গ্রেট নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ-এ প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের এই মেগা অবকাঠামো প্রকল্পের লক্ষ্য দেশের দক্ষিণতম দ্বীপটিকে বাণিজ্যিক ও সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। দ্য সানডে গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যা গোটা অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেয়গ্রেট নিকোবর প্রকল্প তেমনই একটি উদ্যোগ।

দ্বীপটির অবস্থান মালাক্কা প্রণালী-র প্রবেশমুখে হওয়ায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ এই প্রণালী দিয়ে চিনের বিপুল পরিমাণ জ্বালানি আমদানি ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে, যা বেইজিংয়ের কৌশলগত দুর্বলতা হিসেবে "মালাক্কা ডিলেমা" নামে পরিচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পূর্ব ভারত মহাসাগরে ভারতের সামুদ্রিক প্রভাব বাড়বে, সামরিক লজিস্টিক শক্তিশালী হবে এবং সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো বিদেশি বন্দরের উপর নির্ভরতা কমবে। এর ফলে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় ভারত আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছতে পারে।

কৌশলগত গুরুত্বের পাশাপাশি প্রকল্পটি অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি বড় লজিস্টিক ও ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, যা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল আকর্ষণ করবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে।

প্রকল্পটি ইতিমধ্যে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল-এর অনুমোদন পেয়েছে, যদিও পরিবেশ সংক্রান্ত একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত হয়ে মালাক্কা প্রণালীর প্রবেশপথ জুড়ে রয়েছে, যা ভৌগোলিকভাবে ভারতের জন্য একটি 'প্রাকৃতিক বিমানবাহী রণতরী'র মতো কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে গ্রেট নিকোবর দ্বীপ কেবল প্রণালীর কাছে নয়, বরং তার উত্তরাংশের উপর কার্যত নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশলগত সুবিধা প্রদান করে।

# গণনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের তথ্য ফাঁসের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৩ মে (আইএএনএস): ভোটগণনার দায়িত্বে থাকা কিছু আধিকারিক তাঁদের ডিউটির বিবরণ বাইরে প্রকাশ করছেন বলে অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, গণনার কাজে নিযুক্ত বহু আধিকারিক তাঁদের ডিউটির স্থান, ভূমিকা ও অন্যান্য তথ্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তালিকা ঘুরছে, যেখানে আধিকারিকরা স্বেচ্ছায় বা চাপে পড়ে নিজেদের 'ইলেকশন ডিউটি ইনফো' পূরণ করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।অধিকারীর মতে, এটি নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের সামিল এবং এর ফলে একাধিক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এভাবে তথ্য ফাঁস হলে আধিকারিকদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা ভোটগণনার নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।

তিনি আরও বলেন, গণনার প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে আধিকারিকদের দায়িত্ব সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি, আধিকারিকদের এই ধরনের তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিও তোলেন।উল্লেখ্য, রাজ্যের ২৯৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার ৭৭টি কেন্দ্রে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হবে, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

# 'কী' কবিতা ঘিরে বিতর্ক: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রশ্নের মুখে তুলছে অতীতের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): ২০১৯ সালে লেখা একটি কবিতা'কী'এখন নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র সেই কবিতায় গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হওয়ার অভিযোগ ছিল, কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই লেখাই যেন উল্টো প্রতিফলন তৈরি করছে বলে মত একাংশের।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা ১৮ লাইনের ওই কবিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কবিতায় ছিল প্রতিবাদের সুর এবং ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা।

তবে সাত বছর পর সেই বক্তব্যকে ঘিরেই নতুন প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকায় ২ মে বহু বাসিন্দাযাদের অধিকাংশই মহিলারাস্তায় নেমে শাসক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো ও চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তোলার পর পরিস্থিতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর শাসনে প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে সীমারেখা ঝাপসা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে বিরোধী শিবির থেকে। ভোটারদের উপর চাপ, ভয় দেখানো এবং ভোটদানে বাধাএমন অভিযোগও প্রকাশ্যে আসছে।

নির্বাচন কমিশন-কে কিছু ক্ষেত্রে আবাসন কমপ্লেক্সের ভিতরেই ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়েছে, যা পরিস্থিতির গুরুত্বকে নির্দেশ করে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে ইভিএমে প্রতীকের দৃশ্যমানতা নিয়ে অভিযোগও সামনে এসেছে। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার দাবি, ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল।

ফলতা-সহ একাধিক এলাকায় বিক্ষোভে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের নামও উঠে এসেছে, যদিও তিনি তা অস্বীকার করেছেন। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে বিতর্কও পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে।

এর পাশাপাশি রাজ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাধিক ঘটনা প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনা, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক গ্রেফতারি, এবং ২০১৬ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট-এর রায়সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে।

বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্তরাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হতে পারে। এই নির্বাচনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠে এসেছে।

সব মিলিয়ে, একসময় গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দেওয়া যে কবিতা, সেটিই আজ নতুন প্রেক্ষাপটে বিতর্কের কেন্দ্রে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর কীভাবে দেওয়া হবে, তা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

# কাজের সন্ধান

## সরকারি দপ্তরে ৪২ জন এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর, নিগম ও কর্পোরেট সেক্টর এবং অধিগৃহীত সংস্থায় টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ বা এমটিএস, ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ৩৯১৯ এবং ৩৯২১ তারিখ ২৮-০৪-২০২৬ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ বা এমটিএস ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০৭-০৫-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে।পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৭ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শূন্যপদগুলি হল — বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ৩৯১৯-এর সেহামূলে সেন্সাস ২০২৭, ডিএম এন্ড কালেক্টর, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য আইটেম নং-১ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (টিএ), শূন্যপদ ১৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭টিপদ (মহিলা ৩টি পদ), এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ৪টি পদ (মহিলা ২টি পদ), এসসি-র জন্য সংরক্ষিত ২টি পদ (মহিলা ১টি পদ)। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২০,১৭৮ টাকা। আইটেম নং-২ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস), শূন্যপদ ১টি (অসংরক্ষিত)। মূল মাইনে প্রতি মাসে ১২,৮৪৩ টাকা। সেন্সাস ২০২৭, ডিএম এন্ড কালেক্টর, ঊনকোটি ত্রিপুরা জেলার জন্য আইটেম নং-৩ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (টিএ), শূন্যপদ ৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি পদ (মহিলা ২টি পদ), এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ৩টিপদ (মহিলা ১টিপদ), এসসি-র জন্য সংরক্ষিত ১টি পদ। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২০,১৭৮ টাকা। আইটেম নং-৪ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস), শূন্যপদ ১টি (অসংরক্ষিত)। মূল মাইনে প্রতি মাসে ১২,৮৪৩ টাকা। সেন্সাস ২০২৭, রাজ্য সরকারের, ডাইরেক্টোরেট অফ ইকনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স- এর জন্য আইটেম নং-৫ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (টিএ), শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি পদ, এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ১টিপদ, এসসি-র জন্য সংরক্ষিত ১টি পদ। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২০,১৭৮ টাকা। আইটেম নং-৬ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস), শূন্যপদ ২টি (১টি অসংরক্ষিত, অপরটি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত)। মূল মাইনে প্রতি মাসে ১২,৮৪৩ টাকা। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ৩৯২১-এর সেহামূলে সেন্সাস ২০২৭, ডিএম এন্ড কালেক্টর, ধলাই ত্রিপুরা জেলার জন্য আইটেম নং-১ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (টিএ), শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি পদ (মহিলা ২টি পদ), এসটি-র জন্য সংরক্ষিত ৪টি পদ (মহিলা ১টি পদ), এসসি-র জন্য সংরক্ষিত ২টি পদ। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২০,১৭৮ টাকা। আইটেম নং-২ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস), শূন্যপদ ১টি (অসংরক্ষিত)। মূল মাইনে প্রতি মাসে ১২,৮৪৩ টাকা। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ৬ থেকে ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে।

## এস-ই কোলফিল্ডে ১০৫৫ চাকরি ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রকের অধীনে কোলফিল্ডের তত্ত্বাবধানে মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে সাউথ ইস্টার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তিনটি বিভিন্ন পদে ১০৫৫ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে পৃথক পৃথক পদে নিয়োগের জন্য ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৮-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ডিসিপ্লিন বা ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - রেফারেন্স নম্বরঃ এস.ই.সি.এল/ এইচআর/ এমপি/ রিক্রুটমেন্ট/ ২০৬৬/ ১৬৬, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২৬।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) ঃ মাইনিং সিরদার, টি এন্ড এস গ্রেড-সি ঃ মূল মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। মোট শূন্যপদ ৫৭৭টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১১০টি, এসটি'র জন্য ৮৬টি, ওবিসি'র জন্য ৯৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫৮টি পদ সংরক্ষিত। ২২৫টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ডেপুটি সার্ভেয়ার, টি এন্ড এস গ্রেড-সি (মাইনিং) ঃ মূল মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। মোট শূন্যপদ ৪৩টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। ১৮টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান (ইলেকট্রিক্যাল) গ্রেড-সি ঃ মূল মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। মোট শূন্যপদ ৪৩৫টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৮৩টি, এসটি'র জন্য ৬১টি, ওবিসি'র জন্য ৭৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪৩টি পদ সংরক্ষিত। ১৭৪টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা- ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বয়স- ১৮-৩০ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। তবে আবেদনের আগে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। আপনার পছন্দের কেন্দ্রের কথা অনলাইনে আবেদন করার সময় জানিয়ে দিতে হবে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। কার, কবে পরীক্ষা, সেটা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন, মোট ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় পাবেন এক ঘন্টা অর্থাৎ ৬০ মিনিট। ৩টি পৃথক পৃথক বিষয়। ভুল উত্তরের জন্য কোনও নম্বর কাটা যাবে কিনা, সেটা প্রশ্নপত্রে উল্লেখ থাকবে। যাঁরা পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সময় পেয়ে থাকেন, এখানেও তাঁরা পাবেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপে জেনে নেবেন। ন্যূনতম কত নম্বর পেলে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য ডাক পাবেন, সেটাও জেনে নিতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩০০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা,
কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, এস.আই (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রি-সলভার্স (এস.বি.আই)**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ রিটায়ার্ড স্টাফ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
বাছাইকৃতদের ইনস্তুটারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সেলস এক্সিকিউটিভ, টেলি কলার, ড্রাইভার, জেনারেল ওয়ার্কার, প্রোডাকশান সাপোর্ট, কোয়ালিটি সাপোর্ট (প্রাইভেট সেক্টর, ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্য)**
জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমা দিতে হবে, অন-স্পট ফর্ম ফিলাপ করে,
৫ মে, বেলা ১১টা থেকে জব ফেয়ারে
সরাসরি ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্সাস ওয়ার্ক, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও
দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ (তাপ বিদ্যুৎ নিগম)**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (পাওয়ার গ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র শিলং, গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে
তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট
কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অধিকর্তা (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট
তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ম্যানেজার, অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩২-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও
তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সার্ভেয়ার, সিরদার, টেকনেশিয়ান, ওভারশিয়ার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লেমা, বিই/ বিটেক ইত্যাদি
যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

## পাওয়ার গ্রিডে আইটিআই, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশদের ৬৬০ নন-এক্সিকিউটিভ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে কর্পোরেট সেক্টর পাওয়ারগ্রীড অর্থাৎ পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ নন-এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র শিলং, গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কর্পোরেট সেক্টর পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ নন-এক্সিকিউটিভ হিসেবে ৬৬০টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ১১-০৫-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর সিসি/ ০১/ ২০২৬। তারিখ ১৭-০৪-২০২৬ ।দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ১১ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — পোস্ট আইডি (৫২৫), পদের নাম ঃ ডি টি ইলেকট্রিক্যাল ঃ মোট শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট আইডি (৫১৩), পদের নাম ঃ ডি টি সিভিল ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট আইডি (৫০২), পদের নাম ঃ জে ও টি (এফ এন্ড এ) ঃ মোট শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট আইডি (৫৪৬), পদের নাম ঃ জে টি টি (সার্ভে) ঃ মোট শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে ওবিসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩টি পদ অসংরক্ষিত। এভাবে প্রতিটি জোনের শূন্যপদের বিভাজন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই, ডিপ্লোমা/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ডিগ্রি পাশ হতে হবে। সঙ্গে ১ বছর ধরে নির্দিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** * কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩০০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এস.এস.বি-তে **কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, এস.আই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **রি-সলভার্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ রিটায়ার্ড স্টাফ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, বাছাইকৃতদের ইনস্তুটারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে **সেলস এক্সিকিউটিভ, টেলি কলার, ড্রাইভার, জেনারেল ওয়ার্কার, প্রোডাকশান সাপোর্ট, কোয়ালিটি সাপোর্ট** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউর আয়োজন করা হচ্ছে। জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমা দিতে হবে, অন-স্পট ফর্ম ফিলাপ করে, ৫ মে, বেলা ১১টা থেকে জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকতে হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় সেন্সাস ওয়ার্কের জন্য **এমটিএস, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* তাপ বিদ্যুৎ নিগমে **অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রিডে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র শিলং, গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অধিকর্তা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩২-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **সার্ভেয়ার, সিরদার, টেকনেশিয়ান, ওভারশিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লেমা, বিই/ বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

রবিবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা আট দফা দাবিতে গণঅবস্থান পালন করল। ছবি নিজস্ব।

# “ভারতের মানুষ বোকা নয়”, কংগ্রেসের ‘পাপ’ শেষ হয় না: কিরেন রিজিজুর তোপ

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু রবিবার বলেন, “ভারতের মানুষ বোকা নয়” এবং কংগ্রেস আমলের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে দাবি করেন, “কংগ্রেসের পাপের শেষ নেই”।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একাধিক পোস্টে রিজিজু ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তোলেন, তখন কি গণতন্ত্র সুস্থভাবে চলছিল? তিনি ১৯৭৩ সালে তিনজন সিনিয়র বিচারপতিকে উপেক্ষা করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ঘটনাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, আগে বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সরাসরি কংগ্রেস সরকার নিয়োগ করত, যা এখন কমিটি মারফত হয়।

রিজিজু আরও অভিযোগ করেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তনের সময় তথাকথিত ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ গোষ্ঠীগুলি নীরব ছিল। তাঁর কথায়, “কংগ্রেস যে পাপ করেছে তার শেষ নেই... ভারতের মানুষ সব বোঝে।”

এর পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারা সরকারি সংস্থা, ইভিএম, নির্বাচন কমিশন, সংবাদমাধ্যম এবং বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করছে, যা “ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর উপর আঘাত”। তিনি সতর্ক করে বলেন, দেশের মানুষই এর “উপযুক্ত জবাব” দেবে।

এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন নির্বাচন কমিশন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ায় ওই কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে ২১ মে পুনর্ভোটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ফলতা কেন্দ্রের ২৮৫টি বুথে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুনর্ভোট হবে। ফলে ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৩টি কেন্দ্রে ভোটগণনা হলেও ফলতা সেই তালিকার বাইরে থাকবে। ওই কেন্দ্রে ভোটগণনা হবে ২৪ মে। এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ও মগরাহাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের ১৫টি বুথে পুনর্ভোট হয়, যা শনিবার সম্পন্ন হয়েছে।

ফলতা কেন্দ্র দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই বিতর্কে ছিল। নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা এবং তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল।

ভোটের দিন ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠে এবং পুনর্ভোটের দাবিতে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। পরে কমিশন তদন্তে নেমে একাধিক অনিয়মের প্রমাণ পায়।সূত্রের খবর, নজরদারি ক্যামেরা বন্ধ থাকা, নেটওয়ার্ক সমস্যায় তথ্য কন্ট্রোল রুমে না পৌঁছানো এবং একাধিক বুথে ইভিএম টেপ দিয়ে ঢেকে রাখার অভিযোগ উঠে এসেছে। যদিও দুপুর ১টার মধ্যে টেপ সরানো হয়, ততক্ষণে প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়ে যায়, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

# পাঞ্জাবে ৭টি পিস্তল-সহ গ্রেফতার ৪ ভাঙল আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র পাচার চক্র

চণ্ডীগড়, ৩ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবে আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র পাচার চক্রের বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। অমৃতসর কমিশনারেট পুলিশের অভিযানে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে সাতটি আধুনিক পিস্তল উদ্ধার হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন গৌরব যাদব।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হল সমরবীর সিং ওরফে সিমার (২১), সতনাম সিং ওরফে সাট্টা (২৩), তনুপ্রীত সিং (২৬) এবং করণজ্যোত সিং ওরফে সাজন (২৬)। এরা সকলেই অমৃতসর ও তার আশপাশের এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়ায় তৈরি দুটি ৯ এমএম গ্লক পিস্তল, চিনে তৈরি চারটি .৩০ বোর পিস্তল এবং আরও একটি .৩০ বোর পিস্তল।

ডিজিপি জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সীমান্ত পেরিয়ে ড্রোনের মাধ্যমে এই অবৈধ অস্ত্র পাঠানো হত এবং পরে তা অপরাধচক্রের হাতে তুলে দেওয়া হত।

অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুল্লার জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত অভিযানে প্রথমে সমরবীরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে দুটি গ্লক পিস্তল উদ্ধার হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকি তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং আরও পাঁচটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত সতনাম সিং আগেও একটি মাদক মামলায় জড়িত ছিল, যেখানে তার কাছ থেকে ৮ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃতরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং আগে একটি বেসরকারি সংস্থায় সেলসম্যান হিসেবে কাজ করত। তারা একই এলাকায় বসবাস করত এবং একে অপরের পরিচিত ছিল। পাকিস্তান-ভিত্তিক এক হ্যান্ডলারের নির্দেশেই তারা কাজ করছিল বলে জানা গিয়েছে।এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

# ‘সংবিধানই রক্ষা করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে’ সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তির পর পবন খেরার মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): অগ্রিম জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, দেশের সংবিধানই মানুষকে “নিপীড়নমূলক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে” সহায়তা করে।

সুপ্রিম কোর্ট গত ১ মে খেরার অগ্রিম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিণিকি ভুঁইয়া শর্মাকে নিয়ে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর প্রেক্ষিতেই এই মামলার সূত্রপাত।

দিল্লি বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে খেরা বলেন, ‘‘সংবিধান সকলকে রক্ষা করে। যখন কেউ সমস্যায় পড়ে বা নিপীড়নমূলক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন বি. আর. আম্বেদকর-এর তৈরি সংবিধানই তাকে সুরক্ষা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমি যে স্বস্তি পেয়েছি, তা এই সংবিধানের কারণেই।’’

বিচারপতি জে.কে. মহেশ্বরী ও অতুল এস. চন্দুরকর-এর বেঞ্চ গৌহাটি হাইকোর্টের সেই রায় খারিজ করে দেয়, যেখানে খেরাকে আগাম সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। শীর্ষ আদালত জানায়, তদন্ত অবশ্যই চলবে, তবে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাধীনতা হেলাফেলা করা যায় না।

আদালত নির্দেশ দেয়, গ্রেফতারের পরিস্থিতি তৈরি হলে খেরাকে অগ্রিম জামিনে মুক্তি দিতে হবে, তবে নির্দিষ্ট শর্ত মানতে হবে। তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে, প্রয়োজনে পুলিশের সামনে হাজিরা দিতে হবে, সাক্ষীদের প্রভাবিত করা বা প্রমাণ নষ্ট করা যাবে না এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়া যাবে না।এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের তরফে জয়রাম রমেশ ও অভিষেক মনু সিংভি বলেন, এই রায় প্রমাণ করে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাগ্রে এবং গ্রেফতার কোনও সাধারণ প্রক্রিয়া নয়, বরং তা শেষ বিকল্প হওয়া উচিত।সিংভি আরও বলেন, ‘‘ট্রিপল টেস্ট’’অর্থাৎ পলায়নের সম্ভাবনা, প্রমাণ নষ্ট করা বা সাক্ষীদের প্রভাবিত করার ঝুঁকিএই বিষয়গুলি বিচার করেই গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। তা না হলে গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানির হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।জয়রাম রমেশ মন্তব্য করেন, এই রায় দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা আরও দৃঢ় করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে ন্যায়বিচারের আলো এখনও উজ্জ্বল।

# সুরতে ভিজিআরসি-এ ধ্যান সেশনে ইউক্রেন রাশিয়ার প্রতিনিধিরা, অংশগ্রহণ ২০০ ছাড়াল

সুরাত, ৩ মে (আইএএনএস): গুজরাটের সুরাতে আয়োজিত প্রাণবন্ত গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলন (ভিজিআরসি)-এ ধ্যান সেশন ঘিরে ব্যাপক সাড়া মিলছে। হাজিরার অরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত ২০০-র বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছেন, যার মধ্যে ইউক্রেন ও রাশিয়ার দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রী অরবিন্দ ইন্টিগ্রাল লাইফ সেন্টার পরিচালিত এই ধ্যান সেশন প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাচে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ৫ মে পর্যন্ত চলবে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রথম দিনে ভারতে নিযুক্ত ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ওলেক্সান্ডার পোলিশচুক তাঁর স্ত্রী কাটেরিনা বিলাসহ ধ্যান সেশনে অংশ নেন। দ্বিতীয় দিনে রাশিয়ান দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

আয়োজকদের দাবি, দুই দেশের প্রতিনিধিরাই ধ্যান সেশনে অংশ নিয়ে ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি জাপান-সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও এই সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন, যা সম্মেলনের আন্তর্জাতিক উপস্থিতিকে আরও স্পষ্ট করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিশেষ ধ্যানকক্ষ ও ‘সেন্সোরিয়াম’ (সাউন্ড গার্ডেন)-এ অংশগ্রহণকারীদের ধ্যান করানো হচ্ছে। গুজরাট পুলিশ ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরাও এতে অংশ নিয়েছেন।

আয়োজকদের মতে, বিপুল আগ্রহের কারণে দিনভর একাধিক ব্যাচে এই সেশন আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে সব আগ্রহী প্রতিনিধিরা অংশ নিতে পারেন। ভিজিআরসি-র আনুষ্ঠানিক আলোচনার পাশাপাশি এই ধরনের কর্মসূচি প্রতিনিধিদের মধ্যে ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা তৈরি করছে।

# বিচারক হেনস্তা মামলায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের তলব এনআইএ-র

কলকাতা, ৩ মে (আইএএনএস): মালদহ জেলার মোথাবাড়িতে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিচারকদের হেনস্তার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। রবিবার দুপুরে তাদের কালিয়াচক থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে, সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট আব্দুল রহমানকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও কালিয়াচক ব্লক-১ তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ সারিউল-সহ একাধিক স্থানীয় নেতা ও কর্মীকে তলব করা হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এই নোটিস পৌঁছয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির নির্দেশে নিয়োজিত বিচারকরা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার আওতায় ভোটার তালিকা যাচাই করছিলেন। গত মাসে মোথাবাড়িতে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং প্রায় ৯ ঘণ্টা ‘অবরুদ্ধ’ করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে রাত পর্যন্ত আটকে রাখা হয় এবং হেনস্তার অভিযোগও ওঠে। অভিযোগ, যাদের নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, তাদের একাংশ এই বিক্ষোভে অংশ নেয়।

ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন-এর মাধ্যমে জাতীয় তদন্ত সংস্থা-কে দেওয়া হয়, যা সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশে হয়। এর আগে রাজ্য পুলিশের সিআইডি এই মামলায় মূল অভিযুক্তদের একজন মফাক্কেরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে, যাকে এই বিক্ষোভের অন্যতম পরিকল্পনাকারী বলে দাবি করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত মোট ৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন এনআইএ হেফাজতে এবং বাকিরা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওইদিনের ঘটনার বিষয়ে আরও তথ্য জানতে তৃণমূল নেতাদের তলব করা হয়েছে।নোটিস জারি হওয়ার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। আগামী ৪ মে ভোটগণনার পরই ফলাফল ঘোষণা হবে।

# নাগাল্যান্ডে কোরিডাং বিধানসভা উপনির্বাচন ভোটগণনায় কড়া নিরাপত্তা, সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ

কোহিমা, ৩ মে (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের কোরিডাং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগণনা সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে। তার আগে মোকোকচুং জেলার ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে বহুস্তরীয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন নির্বাচন আধিকারিকরা।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ মোতায়েন, সিসিটিভি নজরদারি এবং কঠোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গণনাকেন্দ্রকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ভোটগণনা যাতে স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন হয়, তার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

গত ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই উপনির্বাচন হয় শাসক জোট পিডিএ-র (পিডিএ) অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জনতা পার্টি-র বিধায়ক ইমকং এল. ইমচেনের মৃত্যুর কারণে। তিনি গত বছরের ১১ নভেম্বর গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে অসুস্থতায় প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

উপনির্বাচনে মোট ২২,৩৯০ জন ভোটারের মধ্যে ৮২.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে। ৩০টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়।

এই নির্বাচনে মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রয়াত বিধায়কের ছেলে দাওচিয়ের আই. ইমচেনকে জোটের ঐকমত্য প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় জনগণের দল-র আই. আবেনজাং এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-র টি. চালুকুম্বা আও উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনজন নির্দল প্রার্থীও লড়াইয়ে রয়েছেন।

নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে, গণনাকেন্দ্রে সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছেগণনাকর্মী, পর্যবেক্ষক এবং প্রার্থীদের এজেন্টদের জন্য আলাদা টেবিল নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণের জন্য একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

৫ ও ৬ এপ্রিল নির্বাচনী হিংসার ঘটনায় একজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এবার অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে স্ট্রংরুমে রাখা ইভিএমগুলি সোমবার সকালে প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। গণনাকর্মীদের দুই দফা প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার বিকেলের মধ্যেই ফল ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, জাতীয় জনগণের দল ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে আলিচেন বুথে পুনর্ভোটের দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সেখানে ভোটার উপস্থিতি ইচ্ছাকৃতভাবে কম দেখানো হয়েছে। আলিচেনে ৩, ৩১০ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ১,৩২৩ জন ভোট দিয়েছেন, যা প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ। অন্যদিকে, পাশের বুথগুলিতে ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়েছে বলে দাবি করেছে দলটি।

# ‘কংগ্রেসের অন্ধকার অধ্যায়’: ১৯৬২-র দাঙ্গা নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): ১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গ তুলে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একাধিক পোস্টে তিনি ঐতিহাসিক নথি ও আর্কাইভের উল্লেখ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

“দ্য ডার্ক চ্যাপ্টার অফ কংগ্রেস” শিরোনামে করা পোস্টে দুবে দাবি করেন, ১৯৬২ সালের ৩ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় উত্তাল ছিল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও কোচবিহারে বহু মানুষের মৃত্যু হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকেও বহু হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হন বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মুসলিমদের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি করেছিল। তাঁর কথায়, ‘‘আজকের পশ্চিমবঙ্গে ‘হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ও মুসলিম তোষণ’-এর রাজনীতির ভিত্তি ১৯৬২ সালের ৩ মে-ই স্থাপিত হয়।’’

দুবে একটি ১৬ জুন ১৯৬২ তারিখের নথির কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের অভিবাসন নিয়ে তথ্য রয়েছে। এছাড়াও ‘নেহরু আর্কাইভ’-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ৩ মে থেকে ১৭ মে-র মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির বিবরণ তুলে ধরেন। নথিতে নদিয়া জেলার কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ৩ মে পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা জেলায় সাম্প্রদায়িক ঘটনার খবর প্রকাশের পর শক্তিনগরে কয়েকজন যুবক চারজন মুসলিম শ্রমিকের উপর হামলা চালায়। ১৩ মে হাঁসখালি থানার অন্তর্গত বেতনা-ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে কয়েকটি মুসলিম বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে। ১৪ মে রাতে বগুলা ও প্যারাডাঙ্গা এলাকায় একাধিক ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দুবে’র এই মন্তব্য ও নথি সামনে আসায় ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অভিবাসনের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

# আধারের ডিজাইন বদলের জল্পনা খারিজ কেন্দ্রের, ‘ভাইরাল পোস্ট বিভ্রান্তিকর’

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): আধার কার্ডের ডিজাইন বদলে শুধু ছবি ও কিউআর কোডে সীমিত করা হবেএমন জল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার এক বিবৃতিতে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় স্পষ্ট জানায়, এই ধরনের কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনায় নেই এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো দাবি বিভ্রান্তিকর।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “মাঝে মাঝেই এমন খবর ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সামনে আসছে যেখানে বলা হচ্ছে বছরের শেষে আধারের চেহারা বদলে যাবে এবং তা শুধু ছবি ও কিউআর কোডে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। এমন কোনও পরিকল্পনা নেই।”

সরকারের মতে, এই ধরনের গুজব সাধারণ মানুষের মনে অযথা বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তাই নাগরিকদের শুধুমাত্র সরকারি সূত্র থেকে তথ্য জানার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের অনন্য শনাক্তকরণ কর্তৃপক্ষ-এর অফিসিয়াল চ্যানেল এবং প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-এর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির উপরই নির্ভর করতে বলা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হচ্ছে এ ধরনের ভুয়ো খবর ও পোস্ট উপেক্ষা করতে এবং শুধুমাত্র ইউআইডিএআই-এর সরকারি মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। মিডিয়াকেও অনুরোধ করা হচ্ছে যাচাইবিহীন তথ্য প্রচার না করতে।”

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আধারের সম্ভাব্য নতুন ডিজাইন নিয়ে নানা দাবি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই এই স্পষ্টীকরণ দেয় কেন্দ্র।

বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম আধার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১৩৪ কোটি মানুষের আধার রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ১৭,০০০ কোটিরও বেশি অথেন্টিকেশন লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

# নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়িতে গুলি, গ্রেফতার ২

কলকাতা, ৩ মে (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে মোটরবাইকে করে দু’জন ব্যক্তি এসে বিজেপি নেতা কুন্দন সিংয়ের বাড়ির সামনে থামে। এরপর পিছনে বসা ব্যক্তি নেমে বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালায়। তারপর তারা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টি অভিযোগ করেছে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরা এর সঙ্গে জড়িত। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ অভিযুক্তদের শনাক্ত করে। ধৃতদের নাম আকাশ চৌধুরী ও অমনদীপ চৌধুরী। রবিবার তাদের আদালতে তোলা হয়েছে এবং পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বন্দুক থেকেই গুলি চালানো হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপির অভিযোগ, ভোটগণনার আগে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতেই এই হামলা করা হয়েছে। নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংও একই অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, অভিযুক্তদের ছবি তৃণমূলের একাধিক নেতার সঙ্গে রয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেছে, বিজেপি নিজেরাই এই ঘটনা সাজিয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

## তিন দিন পর নদী থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

রাকেশ শীল। ঘটনার পর থেকেই উদ্ধারকারী দল নদীতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। টানা তিনদিনের চেষ্টার পর অবশেষে রবিবার সকালে তার দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়।

সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাঁপানিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই রাকেশ শীলের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমতলী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## দিল্লিতে বহুতলে

● প্রথম পাতার পর

সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে এবং পরবর্তী তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

## মহিলা সংরক্ষণ বিল

● প্রথম পাতার পর

করেন, বিভিন্ন রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চান, মহিলাদের প্রকৃত উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করে, ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধীদের "মহিলা বিরোধী" হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। অথচ কংগ্রেস কখনও মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেনি, বরং দ্রুত কার্যকর করার দাবিই জানিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ত্রিপুরা বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সময়সীমা নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক দেখা যায়।

## ধর্মনগর উপনির্বাচনের

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনাকে ঘিরে চরম তৎপরতা শুরু হয়েছে উত্তর জেলাজুড়ে। আগামীকাল ৪ মে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনের ভোট গণনা। ফল ঘোষণাকে সামনে রেখে ধর্মনগরে এখন টানটান উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করছে।

ভোট গণনা যাতে সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভোট গণনার আগের দিন রবিবার গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন উত্তর রেঞ্জের ডিআইজি। তিনি গোটা গণনা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি নজরদারি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গণনা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বি এম এস এস-এর ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ আগামীকাল সকাল ৬টা থেকে কার্যকর হবে। পাশাপাশি গণনা কেন্দ্রের বাইরে রাখা হবে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থাকবে পুলিশের কড়া নজরদারি এবং চলবে নিয়মিত মোবাইল পেট্রোলিং।

প্রশাসনের এই তৎপরতায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করাই এখন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

এখন নজর আগামীকালের ফলাফলের দিকে। ধর্মনগরের এই হাই-ভোল্টেজ উপনির্বাচনে শেষ পর্যন্ত কার মাথায় ওঠে জয়ের মুকুট, সেটাই দেখার।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# মহাজাগতিক রশ্মির মহারহস্য

মহাজাগতিক রশ্মি বলতে সাধারণত মহাকাশ থেকে আসা চার্জিত কণাকে বোঝায় কোনো শব্দের সঙ্গে 'মহা' যুক্ত থাকলে মনে হয়, একটা বিশাল কিছু। হুলুস্থুল কোনো ব্যাপার। মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়টাও অনেকটা সে রকম। এ মহাঘটনা ১০০ বছরের বেশি পুরোনো।

মহাজাগতিক রশ্মির ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেসের হাত ধরে। এর আগে অনেক বছর ধরেই বায়ুমণ্ডলে আয়নিত বিকিরণের মাত্রা নিয়ে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। সে যুগে অনেকের ধারণা ছিল, পৃথিবীর যত ওপরে ওঠা যাবে, এই বিকিরণের মাত্রা তত কমতে থাকবে। কারণ, তখন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস পৃথিবী। এ নিয়ে একটা সূত্র দাঁড় করিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। সেটা অনেকটা এ রকমকোনো জায়গার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতিক, অর্থাৎ কোনো জায়গায় তেজস্ক্রিয় বস্তু রেখে তার ১ মিটার দূরে ডিটেক্টর রাখলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে, দুই মিটার দূরে রেখে মাপলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে চার ভাগের এক ভাগ।

ব্যাপারটা সত্যি কি না, সেটাই পরীক্ষা করতে দেখতে চাইলেন তরুণ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হেস। সে জন্য বেলুনে চেপে আকাশে উড়লেন তিনি। একবার নয়, একাধিকবার মহাশূন্যে বেলুনে ভেসে বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে গবেষণা চালাতে লাগলেন। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইলেকট্রোস্কোপ ব্যবহার করে পৃথিবীর ওপর আয়নিত বিকিরণ মাপেন হেস। কিন্তু তাঁর পরিমাপে সে কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দেখা গেল, প্রায় ১৭ হাজার ফুট বা প্রায় ৩ মাইল উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ বিকিরণ রয়েছে। কাজেই এ বিকিরণ অবশ্যই পৃথিবী থেকে আসছে না। তাহলে কোথা থেকে আসছে?

এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে ব্যাখ্যাটা দিলেন হেস। তিনি ঘোষণা করেন, 'আকাশের ওপর থেকে আমাদের বায়ুমণ্ডলে খুবই উচ্চ শক্তির বিকিরণ ঢুকছে।'

১৯১২ সালে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার পর বেলুন থেকে নামছেন বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস এরপর একবার সূর্যগ্রহণের সময়ও বেলুনে চেপে আকাশে ওঠেন তিনি। ইলেকট্রোস্কোপে বিকিরণ মাপেন। হিসাবমতো, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য থেকে আসা বিকিরণ চাঁদে বাধা পাওয়ার কথা। কাজেই এর উৎস যদি সূর্য হয়ে থাকে, তাহলে বিকিরণের মাত্রা কম হওয়ার কথা। কিন্তু বিকিরণের মাত্রা মেপে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন হেস। পরিমাপে বিকিরণের তীব্রতার কোনো হেরফের পাওয়া গেল না। কাজেই এ বিকিরণ অবশ্যই সূর্য থেকে আসছে না। তাহলে কোথা থেকে আসছে? যৌক্তিকভাবে হেস সিদ্ধান্ত এলেন, এসব বিকিরণ যদি সূর্য থেকে না এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই বাইরের গভীর মহাকাশ থেকে আসছে। ১৯১৩ সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে হেস এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন। অচিরেই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিজ্ঞানীরা। এর প্রায় এক দশক পর এ বিষয়ে গবেষণা চালান মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকান। তিনিও একই ফল পেলেন। এই মিলিকানই এ বিকিরণের নামকরণ করেন কসমিক রে। যাহোক, এই গবেষণার কারণে ১৯৩৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস। মানবদেহের জন্য বেশি বিপজ্জনক কণা হলো প্রোটন বা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মতো চার্জিত কণা। উচ্চশক্তির প্রোটন আমাদের দেহে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। সেটা থেকে বাঁচতে মহাকাশে যেতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন নভোচারীরা।

গত কয়েক দশকে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে। শুধু বেলুন উড়িয়ে নয়, ভূপৃষ্ঠে ডিটেক্টর বসিয়ে কিংবা মহাকাশে একাধিক স্যাটেলাইট পাঠিয়েও এ রশ্মি সম্পর্কে আরও বিশদ গবেষণা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাতে একই সঙ্গে যেমন নতুন অনেক কিছু জানা গেছে, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছেও আরও। দেখা দিয়েছে অনেক নতুন প্রশ্ন। চলুন, বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক।

২

আশা করি এতক্ষণে বুঝে গেছেন, মহাজাগতিক রশ্মি বলতে সাধারণত মহাকাশ থেকে আসা চার্জিত কণাকে বোঝায়। মহাবিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্র এবং অন্যান্য বস্তু থেকে অনবরত ফোটন, প্রোটন, নিউট্রিনো কণাসহ আরও কিছু ভারী আয়ন বেরিয়ে আসছে। এরাই তীব্রবেগে প্রতিনিয়ত ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা খেয়ে সেগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে, কিংবা বদলে যাচ্ছে তাদের রূপ। এভাবে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডলে তৈরি হচ্ছে আয়নিত বিকিরণ। এটিকে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি। যেমন আমাদের সূর্য এসব মহাকাশীয় কণার অন্যতম প্রধান উৎস। সূর্য শুধু দৃশ্যমান আলোই নয়, উচ্চশক্তির ফোটনও তৈরি করে (যেমন আলট্রাভায়োলেট আলো, গামারশ্মি)। এসব কণার শক্তি এত বেশি যে তা আমাদের দেহে ক্যানসারও তৈরি করতে পারে। আবার সূর্যের অতি উত্তপ্ত পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি থেকে আসে আরেকটি দ্রুতগতির ও হালকা কণা। এর নাম নিউট্রিনো। প্রতি সেকেন্ডে আপনার হাতের নখের সমান জায়গা দিয়ে সূর্য থেকে আসা ১০০ বিলিয়ন নিউট্রিনো কণা চলে যাচ্ছে। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, কণাটি অন্য কোনো কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না বললেই চলে। তাই এই কণা নিয়ে আপাতত দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই।

মানবদেহের জন্য বেশি বিপজ্জনক কণা হলো প্রোটন বা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মতো চার্জিত কণা। উচ্চশক্তির প্রোটন আমাদের দেহে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। সেটা থেকে বাঁচতে মহাকাশে যেতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন নভোচারীরা।

সূর্যকে বিশাল এক অগ্নিগোলক বলা চলে। যেখানে প্রতিমুহূর্তে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ফিউশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি করছে। এই প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। তবে সূর্যের গতিপ্রকৃতি সব সময় আগাম বোঝা যায় না। বেশির ভাগ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সবকিছু বেশ ভালোভাবে হজম হয়ে যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে ওই অগ্নিগোলকের বদহজম হতেও দেখা যায়। এর ফলে সৃষ্টি হয় সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরশিখা। এতে মাঝেমধ্যে প্লাজমা ছুটে আসে মহাকাশে। অতিরিক্ত ডোজের বিপজ্জনক এসব কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও হানা দেয়। মোদ্দাকথা হলো, এভাবে পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে কোটি কোটি কণা আঘাত হানছে। সঙ্গে বয়ে আনছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে অধ্যাপক রসির গবেষণা তত দিনে পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে। যুদ্ধকালে লস অ্যালামোসে একটা বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি আমাদের পরম সৌভাগ্য, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও এর চারপাশে বিস্তৃত চৌম্বকক্ষেত্র এসব ক্ষতিকর কণার বিরুদ্ধে কাজ করছে ঢাল হিসেবে; অর্থাৎ এগুলোই ভয়াবহ এ বিপদ থেকে রক্ষা করছে পৃথিবীর তাবৎ জীবকুলকে। কিন্তু কীভাবে? আসলে বেশির ভাগ উচ্চশক্তির কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। তার শক্তিও তখন অনেক কমে যায়; অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে উচ্চশক্তির ক্ষতিকর কণাগুলো ধাক্কা খেয়ে নিম্নশক্তির কণায় রূপান্তরিত হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায়, তার পেছনের কারণ উচ্চশক্তির কণাগুলোর এই রূপান্তর। আসলে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মি রূপান্তরিত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এই জ্যোতির সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠে থাকলেই কেবল পৃথিবীর এই সুরক্ষা ব্যবস্থা কাজে লাগে। ভূপৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় অনেক ওপরে থাকলে (যেমন বিমানে অনেক ঘন ঘন যাতায়াত করলে) সেটা কাজ করবে না। তখন দেহে অনেক বেশি বিকিরণ ঢুকে পড়বে। কাজেই বিমানে বসে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেও তখন কোনো লাভ হবে না। অবশ্য বিমানগুলো নিয়মিত মেরু দিয়ে যাতায়াত না করলে এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই তেমন এ ক্ষেত্রে।

একদল বিজ্ঞানীর ধারণা আরও পাগলাটে। তাঁদের অনুমান, আমাদের মহাবিশ্ব হয়তো কোনো মহাজাগতিক কম্পিউটারের ভেতরে সিমুলেশনমাত্র। অনেকটা হলিউডের ম্যাট্রিক্স মুভির মতো। কোনো বড় মেটা---ইউনিভার্সের প্রাণীরা হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, এসব কণার গতি কেমন? পৃথিবীতে কণাকে দ্রুতবেগে ছুড়ে বিশ্বরেকর্ড করেছে সার্নের লার্জ হ্যার্ডন কলাইডার। সেখানে একটা কণাকে প্রায় ১০ টেরা---ইলেকট্রন ভোল্ট (বা ১০১৩ ইলেকট্রন ভোল্ট) গতিশক্তিতে ছুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মহাকাশে ছুটে আসা কণার তুলনায় এই গতিশক্তিও বেশ কম। পৃথিবীতে ১০ টেরা---ইলেকট্রন ভোল্ট গতিশক্তিতে ছুটে আসা মহাজাগতিক রশ্মি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় একটি কণা আঘাত হানছে। বোঝার সুবিধার্থে, এই শক্তিকে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটারে ধীরগতির স্কুলবাস আঘাত করার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত করছে। সেগুলোর তুলনায় এলএইচসির কণার শক্তিও মনে হতে পারে হামাগুড়ি দেওয়ার শামিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে উচ্চগতিসম্পন্ন যে কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের। এলএইচসির তুলনায় এসব কণা ২০ লাখ গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। প্রতিবছর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন এ রকম অতিশক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত হানে। তার মানে, প্রতিদিন ১০ লাখের বেশি। এই শক্তি দুই বিলিয়ন ধীরগতির স্কুলবাস পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সমতুল্য। কিন্তু মজার ও একই সঙ্গে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এসব উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা মহাবিশ্বের কোথা থেকে আসছে, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। মানে, মহাকাশের কোন বস্তু এই কণার উৎস, তা নিয়ে এখনো গোটা বিজ্ঞান মহল রয়েছে পুরোপুরি অন্ধকারে। সত্যি বলছি, প্রতিদিন লাখ লাখ উচ্চগতির মহাজাগতিক কণা আমাদের পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু সেগুলো কোথা থেকে আসছে, তা কারও জানা নেই। তাই মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপারটা আমাদের কাছে এখনো রহস্যময়। কারণ, মহাবিশ্বে আমরা যেসব বস্তু সম্পর্কে জানি, তা দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, মহাবিশ্বে হয়তো এমন কোনো বস্তুও থাকতে পারে, যাদের সম্পর্কে আমাদের এখনো কিচ্ছু জানা নেই। অবিশ্বাস্য!

প্রশ্ন আসতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরে মহাবিশ্ব নিয়ে নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও এমন কি হওয়া সম্ভব? মহাবিশ্বের কোনো কিছু কি এখনো আমাদের জানা বা দেখা বাকি রয়ে গেছে?

৩

কেউ যদি আপনার দিকে অতি উচ্চশক্তির কোনো কিছু ছুড়ে মারেন, তাহলে প্রথম কাজটি হবে চারদিকে তাকিয়ে সেটা কোথা থেকে আসছে, তা খুঁজে বের করা। উচ্চ গতিশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির উৎস খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীরাও ঠিক সেই কাজই করেন। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। সেসব কারণেই আসলে মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের কাছে এখনো অমীমাংসিত এক হেঁয়ালি। অত্যুচ্চ গতিশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা মূলত দুটি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হন। প্রথমত, এ ধরনের রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত হানে প্রায় হাজার বছরে একবার। দ্বিতীয়ত, টার্গেট হিসেবে পৃথিবী অনেক অনেক বড়। মহাজাগতিক বিস্ফোরণএআই ইমেজ প্রথম সমস্যাটার কথা একটু খুলে বলি। ১০১৩ ইলেকট্রন ভোল্ট বা এলএইচসির সমমানের কণাগুলো পৃথিবীতে আসে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় এক হাজার হারে। অন্যদিকে ১০১৮ ইলেকট্রন ভোল্টের কণাগুলো সে তুলনায় একটু বিরল। প্রতিবছর প্রতি বর্গকিলোমিটারে আঘাত হানে এদের মাত্র একটি। কিন্তু অতি উচ্চশক্তির কণা বা ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের কণাগুলো আরও বিরল। প্রায় এক হাজার বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোটামুটি একটি মাত্র কণা পৃথিবীতে আঘাত হানে। এটাই অতিউচ্চ গতিশক্তির কণাগুলো কোথা থেকে আসছে, তা নির্ধারণের কাজটা কঠিন করে তুলেছে। এখন পর্যন্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা কণাই শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাদের উৎস শনাক্ত করার জন্য তা যথেষ্ট নয়। অনেক বড় কোনো ডিটেক্টর তৈরি করা হলেও, এদের শনাক্ত করার সম্ভাবনা একেবারেই কম। এত হতাশার মধ্যে একটা ভালো খবরও আছে। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা ইঙ্গিত পেয়েছেন, এর উৎস খুব বেশি দূরের হতে পারে না। কারণ, অনেক দূরের উৎস হলে, তা আমাদের কাছে আসতে আসতে মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য ফোটোনিক কুয়াশা বা মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তার শক্তি অনেক কমে যেত। তার মানে, সেগুলো হয় তুলনামূলক পার্শ্ববর্তী কোনো উৎস থেকে আসছে, নয়তো পৃথিবীতে যে গতিশক্তিতে আছড়ে পড়ছে, তাদের প্রকৃত গতিশক্তি আসলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তবে বিজ্ঞানীরা প্রথম ধারণাটিই সঠিক বলে মনে করেন। মানে, 'আমরা খুবই বিস্ময়কর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি। সেটা হলো, আমাদের কাছেই কোথাও থেকে কণাগুলো ওই পাগলাটে শক্তি নিয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু সেগুলো কী, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।' তাই মাথা খাটিয়ে বেশ কজন বিজ্ঞানী এই মহাজাগতিক রশ্মির উৎস বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে সৃজনশীল মানুষ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এবার দ্বিতীয় সমস্যাটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। অতি উচ্চ গতিশক্তির কণাগুলো প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে। সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে না। তা ঘটলে পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত অনেক আগেই। সে জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেক বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও গ্যাসের অণুর সঙ্গে সংঘর্ষে ১০২০ গতিশক্তির কণাগুলো ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায়। তাদের শক্তিও হয়ে যায় অর্ধেক। খণ্ডিত কণাগুলোর এরপর আরও বাতাস ও গ্যাসের অণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে দুই ভাগে খণ্ডিত কণাগুলো আবার ভেঙে যায়। তাদের শক্তি বিভক্ত হয়ে যায় চার ভাগে। বিজ্ঞানীদের হিসাবে, এভাবে ভাঙনপ্রক্রিয়া কয়েক ধাপে চলতে চলতে অতিউচ্চ গতিশক্তির কণার শক্তি বিশ্লিষ্ট হয়ে ১০৯ ইলেকট্রন ভোল্টের অসংখ্য কণা তৈরি হয়। কণার এই ঝরনাধারা সাধারণত এক বা দুই কিলোমিটার প্রশস্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসতে থাকে। এদের মধ্যে থাকে উচ্চশক্তির ফোটন (গামারশ্মি), ইলেকট্রন, পজিট্রন ও মিউয়ন। এ রকম বিস্তৃত ও শক্তিশালী ঝরনাধারা দেখেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, পৃথিবীতে অতি উচ্চশক্তির কোনো কণা আঘাত হেনেছে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এক বা দুই মাইলজুড়ে ছড়িয়ে---ছিটিয়ে পড়া কণার ঝরনা দেখার জন্য দরকার অনেক বড় টেলিস্কোপ বা ডিটেক্টর। কিন্তু এ রকম এক বা একাধিক মাইলজুড়ে কণা ডিটেক্টর তৈরি করতে আমরা সক্ষম হইনি। বিজ্ঞানীরা সে জন্য বিকল্প একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেন। অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল ডিটেক্টর বেশ দূরে দূরে বসিয়ে সামগ্রিকভাবে বড় একটা ডিটেক্টর তৈরি করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় স্থাপিত পিয়ের অগার অবজারভেটরি এ রকমই একটি টেলিস্কোপ। প্রায় ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ১ হাজার ৬০০টি ছোট ছোট পার্টিকেল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। এই বিশেষ টেলিস্কোপ দিয়ে সত্যিই বেশ বড় এলাকাজুড়ে অতি উচ্চগতির মহাজাগতিক রশ্মি শনাক্ত করার জন্য অনুসন্ধান চালানো সম্ভব। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রতি হাজার বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে এই অতি উচ্চগতিশক্তির কণাগুলো মাত্র একবার পাওয়া যায়। কাজেই বছরের পর বছর চেষ্টা করেও এই রহস্যের মীমাংসা করতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা। আবার গোটা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার বেশ ছোট একটা জায়গা। তাই দক্ষিণ আমেরিকায় টেলিস্কোপ তাক করে বিজ্ঞানীরা দিনরাত বসে থাকলেও, এই মুহূর্তে হয়তো পৃথিবীর অন্য কোথাও আঘাত হানছে ওই সব কণা। কাজেই সেটা শনাক্তের জন্য এর চেয়ে আরও বড় টেলিস্কোপ নির্মাণ করতে হবে। সেটা হতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমান আকারের। কিন্তু সে জন্য দরকার প্রচুর অর্থ বরাদ্দ। বলে রাখা ভালো, অগার টেলিস্কোপের নির্মাণ খরচ প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে এত বড় টেলিস্কোপ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা। সব মিলিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির রহস্যের কিনারাও করা যাচ্ছে না।

৪

বিজ্ঞানীরাও কম যান না। এই কণাগুলো পরীক্ষা করার সরাসরি সুযোগ না পেলেও তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাতে তো বাধা নেই। তাই মাথা খাটিয়ে বেশ কজন বিজ্ঞানী এই মহাজাগতিক রশ্মির উৎস বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে সৃজনশীল মানুষ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেমন একদল বিজ্ঞানীর ধারণা, অতি উচ্চশক্তির কণাগুলো আসছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা কোনো অতিভারী ও অতিশক্তিশালী কৃষ্ণগহ্বর থেকে। এসব কৃষ্ণগহ্বরের ভর হয়তো আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ গুণ বেশি হতে পারে। ওই কৃষ্ণগহ্বর তার চারপাশের সবকিছু অনবরত গিলে ফেলছে ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো। গিলে ফেলার অপেক্ষায় প্রতিনিয়ত তার চারপাশে জড়ো হচ্ছে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলিকণা। সেগুলো কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অকল্পনীয় প্রচণ্ড বেগে। সেগুলোর শেষ গন্তব্য অবশ্য কৃষ্ণগহ্বরের ক্রমবর্ধমান পেট। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে গিয়ে এসব গ্যাস ও ধূলিকণা শক্তিশালী বলের প্রভাবে তীব্র বিকিরণ নিঃসরণ করছে। এই বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেগুলোই বিপুল বেগে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ছুটে আসছে পৃথিবীতে। তবে এই ধারণা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। কারণ, হাতে গোনা যেসব অতি উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তার উৎস গ্যালাক্সিকেন্দ্রের এসব কৃষ্ণগহ্বর নয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বের প্রায় ৬৮ ভাগ হলো গুপ্তশক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কাজেই এই আবিষ্কার এমনও ইঙ্গিত দেয় যে মহাবিশ্বে আমাদের অজানা অন্য কোনো বল থাকতেও পারে। এর চেয়েও মজার ধারণা করেছেন আরেক দল বিজ্ঞানী। তাঁদের ধারণা, কোনো বুদ্ধিমান এলিয়েন প্রজাতির বিজ্ঞানীরা হয়তো মহাবিশ্বের কোথাও বসে বস্তুকণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাঙার গবেষণা করছেন। সেখান থেকেই কিছু কণা আমাদের পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে। আইডিয়াটা মজার, সন্দেহ নেই; কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা আরও পাগলাটে। তাঁদের অনুমান, আমাদের মহাবিশ্ব হয়তো কোনো মহাজাগতিক কম্পিউটারের ভেতরে সিমুলেশনমাত্র। অনেকটা হলিউডের ম্যাট্রিক্স মুভির মতো। কোনো বড় মেটা—ইউনিভার্সের প্রাণীরা হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। আমাদের মহাবিশ্বকে যে মহাজাগতিক কম্পিউটার চালাচ্ছে, তার কোনো ত্রুটির কারণে আমরা এসব মহাজাগতিক রশ্মি দেখতে পাচ্ছি বলে সন্দেহ করেন এই বিজ্ঞানীরা। এই ধারণায় বিশ্বাস করবেন কি না, তা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবেই ছুটে আসা মহাজাগতিক কণারা ভেঙে যায় বায়ুমণ্ডলে এখন পর্যন্ত আমাদের জানা সব মহাজাগতিক বস্তু এবং প্রকৃতির বল ব্যবহার করে এই মহাজাগতিক রশ্মি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক দিন ধরেই সেটা অমীমাংসিত রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে। তাই অনেকে মনে করেন, নতুন কোনো অনাবিষ্কৃত বল হয়তো এই মহাজাগতিক রশ্মির জন্য দায়ী। কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বের প্রায় ৬৮ ভাগ হলো গুপ্তশক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কাজেই এই আবিষ্কার এমনও ইঙ্গিত দেয় যে মহাবিশ্বে আমাদের অজানা অন্য কোনো বল থাকতেও পারে। ব্যাপারটা একেবারেই অমূলক নয়। তবে এটা এখনো স্রেফ কল্পনা, বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কে জানে, মহাজাগতিক রশ্মি মীমাংসা করতে গিয়ে ভবিষ্যতের কোনো বিজ্ঞানী হয়তো নতুন বল আবিষ্কার করে বসবেন। কিংবা উন্মোচন করবেন জ্ঞানের নবদিগন্ত। কোটি কোটি আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে বুলেটের মতো ছুটে আসা এই মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান হয়তো সেদিন পাওয়া যাবে হাতের মুঠোয়। সেটিই হয়তো হবে মহাবিশ্বের নতুন তথ্যভান্ডার। তার অর্থ উদ্ধার করবেন নতুন প্রজন্মের নবীন বিজ্ঞানীরাই। তাঁদের নিয়ে আমরা আশাবাদী।

## জাল সই করে সরকারি টাকা

● প্রথম পাতার পর

অসঙ্গতি সামনে আসার পরই বিষয়টি নজরে আসে। এরপরই অভিযোগ দায়ের করা হলে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ অভিযুক্ত কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# ক্রীড়াঙ্গন

## নারিন-বরুণের ভেলকিতে বন্দি সানরাইজার্স আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক কেকেআরের

একেই বলে দাপট। একেবারে প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে গিয়ে অনায়াসে জয় কলকাতা নাইট রাইডার্সের। কোন প্রতিপক্ষ? যারা কি না আইপিএলে টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত ছিল। যারা কি না বলে বলে ২০০ রান পার করে দিত। সেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে মাত্র ১৬৫ রানের মধ্যে পেড়ে ফেলল নাইটদের বোলিং বিভাগ। সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তীর স্পিন নাগপাশে হাঁসফাঁস করলেন অভিষেক শর্মা, হেনরিক ক্লাসেনরা। তারপর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ও 'স্টার বয়' অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর চওড়া ব্যাটে অল্প রানের লক্ষ্য ধীরে সুস্থে তুলে ফেলল কেকেআর। ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে বদলা নিল নাইটরা। ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নাইটরা অষ্টম স্থানেই রইল ঠিকই, তবে জয়ের হ্যাটট্রিকে প্লেঅফের স্বপ্ন ফের দেখতে শুরু করেছেন নাইটভক্তরা।

পর পর পাঁচটি ম্যাচ জিতে ছন্দে থেকেই নেমেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কিন্তু ঘরের মাঠে কেকেআরের সামনে বিপদে পড়ল তারা। শুরুটা ভাল করেও বড় রান তুলতে পারল না তারা। ট্র্যাভিস হেড অর্ধশতরান করলেন। তবে বাকি নামী ব্যাটারেরা ব্যর্থ। প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ তুলেছে ১৬৫। বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারাইনের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারল না হায়দরাবাদ।অভিষেক খুব একটা ভাল স্পিন খেলতে পারেন না। তাই শুরুতেই কলকাতার অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুনীল নারাইনকে। চতুর্থ বলেই নারাইনকে ছয় মারেন অভিষেক। দ্বিতীয় ওভারে পেসার ফিরতেই ছন্দে ফেরে হায়দরাবাদ। বৈভবকে চারটি চার মারেন হেড। পরের ওভারে নারাইনকেও একটি চার এবং একটি ছয় মারেন। তিন ওভারে ৩৭ রান উঠে যায় ।চতুর্থ ওভারেই প্রথম উইকেট হারায় হায়দরাবাদ। অভিষেককে শর্ট বল করেছিলেন কার্তিক ত্যাগী। অভিষেক পুল করেছিলেন। বল ব্যাটের কানায় লেগে আকাশে উঠে যায়। ক্যাচ ধরেন ক্যামেরন গ্রিন। তবে হেডকে থামানো যাচ্ছিল না। তিনি গ্রিনকে পর পর তিনটি চার মারেন। ছাড়েননি কার্তিককেও। হেডের সঙ্গে ঈশান থাকলেও তাঁর কাজ ছিল মূলত একটি দিক ধরে রাখা।বরুণ প্রথম ওভারে ১৩ রান হজম করেন। নিজের দ্বিতীয় ওভারে তাঁকে দু'টি চার এবং একটি ছয় মেরে বিপদে ফেলেছিলেন হেড। নবম ওভারে বরুণই বোকা বানিয়ে আউট করেন হেডকে। গতির তারতম্য এনে বল করেছিলেন। হেড চালিয়ে খেলতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন গ্রিনের হাতে। পরের ওভারে হেনরিখ ক্লাসেনকে তুলে নেন গ্রিন। একটি ছয় এবং চার মারার পর তিনি ক্যাচ দেন রভম্যান পাওয়েলের হাতে। পাওয়েলের ক্যাচের প্রশংসা করতে হবে। বল অনেকটা দূরে থাকা সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে যে ক্যাচটি নেন তা মনে রাখার মতোই।এর পর ঈশান একটা দিকে টিকে থাকলেও অপর দিক থেকে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে। ব্যর্থ স্মরণ রবিচন্দ্রন (৪), অনিকেত বর্মা (৬), সলিল অরোরা (২), প্যাট কামিন্স (১০), শিবঙ্গ কুমার (১)। ঈশানও আগ্রাসী হতে গিয়ে আউট হন ২৯ বলে ৪২ করে। কেকেআরের হয়ে তিনটি উইকেট বরুণের।দু'টি করে উইকেট নারাইন এবং কার্তিকের। এ বারের আইপিএলের অন্যতম সেরা ক্যাচ নিলেন রভম্যান পাওয়েল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার বলের লাইন না পৌঁছেও প্রায় উড়ে গিয়ে তালুবন্দি করলেন হাইনরিখ ক্লাসেনের ক্যাচ। তাঁর অবিশ্বাস্য ক্যাচ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফেরাল অজিঙ্ক রাহানেদেরও।এক হাতে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরলেন পাওয়েল। হায়দাবাদের ইনিংসের ১১তম ওভারে বোলার ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। তিনি চতুর্থ বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে খাটো লেংথে স্লোয়ার দেন। ক্লাসেন পিছনের পায়ে গিয়ে পুল মারার চেষ্টা করেন। তবে বলের সঙ্গে তাঁর ব্যাটের সংযোগ ঠিক মতো হয়নি। ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে উড়ে যায় বল। বলের গতি পথ লক্ষ্য করে ডান দিকে দৌড়োতে শুরু করেন পাওয়েল। গতি বাড়াতে কিছু দেরি করায় বলের লাইনে সময় মতো পৌঁছোতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক। তবে হাল ছাড়েননি। মরিয়া হয়ে শূন্যে শরীর ছুড়ে দিয়ে এক হাতে ধরে নেন বল। মাটিতে পড়তে পড়তে বলটি আরও শক্ত করে ধরেন। তা-ও পরিষ্কার দেখা গিয়েছে টেলিভিশনে। মাটিতে পড়ার পরও বল ছিল পাওয়েলের তালুবন্দি। তৃতীয় আম্পায়ার ভাল করে রিপ্লে দেখে ক্লাসেনকে আউট ঘোষণা করেন। পাওয়েলের এই ক্যাচ হায়দরাবাদকে ১ উইকেটে ১০৫ থেকে ৩ উইকেটে ১১৭ করে দেয়। লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনে রাহানেদের। পাওয়েলের দুরন্ত এই ক্যাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমেও ।কয়েক দিন আগে পঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারও একটি অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া বল বাউন্ডারির লাইনের বাইরে ঝাঁপিয়ে এক হাতে তালুবন্দি করেন। শরীর মাটিতে পড়ার আগে বলটি ছুড়ে মাঠের ভিতরে সতীর্থকে পাঠিয়ে দেন। হার্দিক পাণ্ডাকে নিশ্চিত ছয় থেকে বঞ্চিত করে সাজঘরে পাঠিয়ে দেন। মুম্বইয়ের ডাগ আউটের এক দম কাছে শ্রেয়সের ওই ক্যাচ দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব, রোহিত শর্মারা।কেকেআরের রিঙ্কু সিংহ, গুজরাত টাইটান্সের ধ্রুব জুরেল, জস বাটলার, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের জিতেশ শর্মা, দেবদত্ত পডিক্কল, চেন্নাই সুপার কিংসের ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরাও এ বার দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। রবিবার পাওয়েলের নেওয়া ক্যাচ নিশ্চিত ভাবে এ বারের আইপিএলের সেরা ক্যাচের তালিকায় থাকবে।

## রতন সাহাকে হয়রানি ও কুৎসা রুখতে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান রতন সাহার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে চলা বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার সংগঠনের সচিব সুজিত রায় স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রতন সাহা ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে এবং অ্যাসোসিয়েশনকে অসৎ ব্যক্তিদের কবল থেকে মুক্ত করতে নিঃস্বার্থভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। জনস্বার্থে জারিকৃত ওই সার্কুলারে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রতন সাহা পশ্চিমবঙ্গের ভোটার এবং গত ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এই অজুহাতে তাঁকে অহেতুক হয়রানি ও উৎপীড়ন করা হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, এক রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া অন্য রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা হতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল, কিছু দুষ্কৃতকারী রতন সাহার ব্যক্তিগত পরিবারকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করছে এবং তাঁর ভ্রাতা তথা ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহাকেও এই বিতর্কে অকারণে জড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, এই ধরনের মানহানি ও ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, রতন সাহার মতো 'মাটির সন্তান' যদি এই বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের কারণে ক্রীড়া জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তবে তা ত্রিপুরার ক্রীড়া ভবিষ্যতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে। রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াবিদ ও নাগরিকদের এই ধরনের ভিত্তিহীন প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের মতে, এই ধরনের বেআইনি কাজ আদতে খেলোয়াড়দের স্বার্থের পরিপন্থী এবং রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নের পথে বড় বাধা। অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে রতন সাহার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার ক্রীড়া স্বার্থ রক্ষায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

**বিজ্ঞপ্তি**

সাম্মানিক ভিত্তিতে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬৩৬৭ (ছয় হাজার তিনশত সাতষট্টি) টি পদের জন্য নতুন করে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ২০/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে নিজ 'নিজ থানায় জমা দেবেন। এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইট: www.police.tripura.gov.in এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
এই বিজ্ঞপ্তিটি ০৩/১১/২০২২ তারিখের পূর্ববর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে জারি করা হল।

(সুদীপ কুমার পাল)
সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (সংস্থাপন
পুলিশ মহাপরিচালকের পক্ষে
ত্রিপুরা

ICA/D-118/26

## ভুবনেশ্বরে জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ওড়িশার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে আয়োজিত জুনিয়র ও সিনিয়র জাতীয় আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর যেন হয়ে উঠল ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মঞ্চ। গত ২৫ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত চলা এই মেগা ইভেন্টে বাংলার মেয়েরা যেমন দাপট বজায় রাখল, তেমনই ত্রিপুরার জিমন্যাস্টরা গড়ল এক নতুন ইতিহাস। ৩০ এপ্রিল আয়োজিত দলগত ইভেন্টে ১৭২.৪৩৩ স্কোর করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিল পশ্চিমবঙ্গ। এই বিভাগে ১৫৯.১৩১ স্কোর করে মহারাষ্ট্র রুপো পেলেও, সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৫৫.১৬৬ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতল ত্রিপুরা। জাতীয় স্তরে মহিলাদের দলগত ইভেন্টে ত্রিপুরার এই প্রথম পদক জয় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকল। ব্যালেন্সিং বিম বা ব্যালেন্স বিমের ইভেন্টে জুনিয়র বিভাগে বাজিমাত করেছে বাংলার কন্যারা। ১১.৬৩৩ স্কোর করে স্বর্ণপদক জিতেছেন অনুসূয়া হাওলাদার। এই বিভাগেই ত্রিপুরার শ্রেয়াংশী রায় ১১.৩০০ স্কোর করে রুপো পান এবং বাংলার শ্রেয়া ঘোষ ১০.৯০০ স্কোর নিয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে ফ্লোর এক্সারসাইজ ইভেন্টে ত্রিপুরার জয়জয়কার চললেও বাংলার মেয়েরা কড়া টক্কর দিয়েছে। এখানে ত্রিপুরার শ্রীপর্ণা দেবনাথ ১১.০০০ স্কোর করে সোনা জেতেন এবং ফের একবার শ্রেয়াংশী রায় ১০.৮০০ স্কোর করে রুপো দখল করেন। মহারাষ্ট্রের ধনিষ্ঠা ১০.৫০০ স্কোর করে ব্রোঞ্জ পান। ত্রিপুরার এই অভাবনীয় সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কিংবদন্তি কোচ তথা দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর নন্দী। তিনি জানান, মহিলাদের দলগত ইভেন্টে ত্রিপুরার এই প্রথম পদক জয় রাজ্যের জিমন্যাস্টিক্সের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। মেয়েদের এই পারফরম্যান্সে তিনি অত্যন্ত গর্বিত। বাংলার দাপট অব্যাহত থাকলেও ত্রিপুরার এই উত্থান জাতীয় স্তরে এক নতুন কম্পিটিশন তৈরি করবে বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। ৩ মে প্রতিযোগিতার শেষ দিনে ত্রিপুরার সাফল্যের ঝুলিতে পদক আসায় খুশির হাওয়া ক্রীড়ামহলে।

## বিক্রি হয়ে গেল বৈভব-যশস্বীদের রাজস্থান, ১৫,৬৬০ কোটি টাকায় কিনলেন অনাবাসী শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল

আইপিএলের মাঝেই বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস। প্রথম বার আইপিএলজয়ী দলের মালিকানা কিনে নিলেন অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল। রবিবার চুক্তির কথা সরকারি ভাবে ঘোষণা করেছেন মিত্তল।রাজস্থানের মালিকানা মিত্তল পরিবার একক ভাবে কেনেনি। একটি কনসার্টিয়াম তৈরি করে আইপিএলের দলটির মালিকানা নিয়েছে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী। সিংহভাগ অংশীদারিত্ব অবশ্য নিজেদের হাতে রেখেছে তারা। রাজস্থানের নতুন অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সেরাম ইন্সস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কর্ণধার আদার পুনাওয়ালা এবং প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশীদার মনোজ বাদালে। ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৫,৬৬০ কোটি টাকায় রাজস্থানের মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে। রাজস্থান কেনার দৌড়ে ছিল আমেরিকার ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামও। ওই কনসার্টিয়ামে ছিলেন ওয়ালমার্টের কর্ণধার রব ওয়ালটন এবং ফোর্ড গোষ্ঠীর কর্ণধার হ্যাম্প পরিবার। স্বাভাবিক ভাবেই মিত্তলের ঘোষণা কিছুটা হলেও বিস্ময় তৈরি করেছে ক্রিকেটমহলে।রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকছে মিত্তলের। পুনাওয়ালার অংশীদারিত্বের পরিমাণ ১৮ শতাংশ। বাকি ৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব বাদালে-সহ কয়েক জনের। এত দিন পর্যন্ত বাদালের হাতেই দলের সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্ব ছিল। রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ''মনোজ বাদালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গেই থাকছেন। দলের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত থাকবে। প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠী এবং বর্তমান মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুর কাজ করবেন তিনি। আইপিএল নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দলকে উপকৃত করবে।''আইপিএল ছাড়াও রাজস্থানের দল রয়েছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং এসএ টি২০-তে। বার্বাডোজ রয়্যালস এবং পার্ল রয়্যালসের মালিকানাও থাকবে মিত্তল নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামের হাতে। মিত্তল গোষ্ঠীর পক্ষে ক্রিকেটদলগুলির দেখভাল করবেন আদিত্য মিত্তল এবং ভানিশা মিত্তল ভাটিয়া। মিত্তল বলেছেন, ''আমার পরিবার রাজস্থানের। তাই রাজস্থান রয়্যালস ছাড়া আইপিএলের অন্য কোনও দলের অংশ হতে চাইনি। স্কুলে পড়ার সময় প্রথম ক্রিকেট খেলি। তখন থেকেই আমি ক্রিকেটের ভক্ত। অনেক বড় বড় খেলোয়াড় রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরেছেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের কয়েক জন কিংবদন্তিও রয়েছেন। তাঁরা এখনও তরুণদের অনুপ্রেরণা। দুর্দান্ত এই দলটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। সমর্থকদের সঙ্গে মিলেমিশে ভবিষ্যতের সাফল্য উপভোগ করতে চাই।''অন্য দিকে পুনাওয়ালা বলেছেন, ''এই বিনিয়োগে আদিত্য মিত্তলের সহযোগী হতে পেরে আমি গর্বিত। আইপিএলের অন্যতম সেরা দল রাজস্থান রয়্যালস। দলটার ঐতিহ্যও দুর্দান্ত। এমন একটা দলকে ভবিষ্যতে আরও সাফল্য এনে দিতে চাই।''রাজস্থান রয়্যালসের সফল হস্তান্তরে খুশি বাদালে। তিনি বলেছেন, ''মিত্তল পরিবার এবং আদার পুনাওয়ালাকে রাজস্থান রয়্যালসের নতুন কর্ণধার হিসাবে স্বাগত জানাতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। ক্রিকেটের প্রতি ওঁদের ভালবাসা, রাজস্থান এবং ভারতের প্রতি টান দেখে আমি অভিভূত। ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ওঁদের দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং দলকে নতুন স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। আশা করি আমাদের একনিষ্ঠ সমর্থকেরাও পাশে থাকবেন।''

## আমেরিকাতেই বিশ্বকাপ খেলবে ইরান, ফিফা কংগ্রেসে ঘোষণা সভাপতি ইনফান্তিনোর, সভায় এলেনই না ইরানের প্রতিনিধিরা

আমেরিকাতেই বিশ্বকাপ খেলবে ইরান। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় ইরানের দল পাঠানো নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা।ভ্যাঙ্কু ভাবে আয়োজিত ফিফা কংগ্রেসের ভাষণে ইনফান্তিনো বলেছেন, ইরান ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের ম্যাচগুলি আমেরিকাতেই হবে। তিনি বলেছেন, ''শুরুতেই একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই। সেটা হল, আসন্ন বিশ্বকাপে ইরান অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের ম্যাচগুলো আমেরিকাতেই হবে। কারণ খুব সহজ। প্রিয় বন্ধুরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা আমার দায়িত্ব। এটা আমাদের দায়িত্ব। ফুটবল বিশ্বকে এক করে। ফিফা বিশ্বকে একসূত্রে বাঁধে। আপনারা সকলে মিলে বিশ্বকে এক করেন। আমরা বিশ্বকে এক করি।'' যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমেরিকায় ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ইরান সরকার। গ্রুপ পর্বে তাদের চারটি ম্যাচই রয়েছে আমেরিকায়। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা ফিফার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের ম্যাচগুলি অন্য দুই আয়োজক দেশ কানাডা বা মেক্সিকোয় সরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপের সূচিতে কোনও রকম রদবদল করতে রাজি হয়নি। উল্লেখ্য, এশিয়ার অন্যতম সেরা দল হিসাবে গত বছর বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান। এই নিয়ে টানা চার বার ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে ইরান। সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি তাদের খেলার কথা লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটেলে। ৩ জুলাই ডালাসে নকআউট ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ইরান এবং আমেরিকার।ফিফা কংগ্রেসেও ইরানকে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ইরানের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল টরেন্টোয় পৌঁছোলে তাঁদের এক জনকে কানাডায় ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে ইরানের তিন প্রতিনিধিই ফিফা কংগ্রেসে যোগ দেননি। ইরানের সংবাদমাধ্যমের দাবি, কানাডার অভিবাসন দফতরের অপমানজনক আচরণের প্রতিবাদে তিন প্রতিনিধিই দেশে ফিরে এসেছেন।ইরানের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংস্থার সভাপতি মেহদি তাজ, সচিব হেদায়েত মোমবানি এবং সহ-সচিব হামেদ মোমেনি।পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু দিন আগে সমাজমাধ্যমে লেখেন, ''বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।'' তার জবাবে ইরানের ফুটবল দলের পক্ষে বলা হয়েছিল, ''বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা হলেই ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।''কয়েক দিন আগে ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক সব কিছু খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেছিলেন, ''আমরা আলোচনা করছি বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে। ফুটবল দলের সঙ্গেও কথা বলছি। এ জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। কমিটির সদস্যেরা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ফুটবল দলকে প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও যাতে সমস্যা না হয়। সব কিছুই নির্ভর করবে নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সব দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।''এর পর ইরানের উপর নতুন শর্ত চাপিয়ে আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো বলেন, ''ইরানের ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় আসা নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। ইরানের খেলোয়াড়দের নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দলের সঙ্গে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) কেউ থাকতে পারবেন না। ফুটবলারদের সঙ্গে যাঁরা আসবেন, তাঁদের কেউ যেন কোনও ভাবে আইআরজিসির সঙ্গে যুক্ত না হন। তেমন কেউ থাকলে আমরা হয়তো তাঁকে আমেরিকায় ঢুকতে দেব না।'' রুবিয়ো আরও বলেন, ''আমেরিকার পক্ষ থেকে কখনও বলা হয়নি বিশ্বকাপ খেলতে ইরানের ফুটবলারেরা আসতে পারবে না। কিন্তু আইআরজিসি জঙ্গিদের সাংবাদিক বা ট্রেনার সাজিয়ে নিয়ে আসা যাবে না।'' উল্লেখ্য, আইআরজিসিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ সামরিক অভিযান শুরু করে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে ইরানও। সেই থেকেই পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত। আমেরিকা-ইরান সম্পর্কও তলানিতে ঠেকেছে। এই মুহূর্তে সংঘর্ষ বিরতি চললেও প্রথম দফার আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। উত্তেজনা রয়েছে হরমুজ প্রণালীতে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় দল পাঠানো নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে ইরান প্রশাসন।

## আইপিএলে ডুবিয়েই চলেছেন তিলক, বুমরাহেরা! কেন, জানালেন মুম্বইয়ের কোচ জয়বর্ধনে

চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে আইপিএলের প্লেঅফের দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। জয়প্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মারা প্রত্যাশা মতো পারফর্ম করতে পারছে না। খাতায়-কলমে শক্তিশালী দল তৈরি গড়েও কেন এমন বেহাল দশা মুম্বইয়ের? শনিবার চেন্নাইয়ের কাছে হারের পর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে।পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের এ বার চেনা যাচ্ছে না। শনিবারও খেলেননি রোহিত শর্মা। ন'টি ম্যাচ খেলে হার্দিক পাণ্ডের দল জিতেছে দু'টি। এমন পারফরম্যান্সের পর জয়বর্ধনে দলের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সূর্যকুমার সম্পর্কে মুম্বই কোচের বক্তব্য, ''আমার মনে হয় না সূর্যকুমারের পারফরম্যান্সে খামতি রয়েছে। পর পর ম্যাচে বড় রান করার ক্ষমতা রয়েছে ওর। যে কোনও দিন বড় রান পাবে। আমার তো মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ছন্দে ফিরবে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে শুরুটা কিন্তু খারাপ করেনি। বোলারদের শাসন করার চেষ্টা করেছে। আর দু'একওভার থাকলে ভাল রান করে ফেলত।'' জয়বর্ধনে আরও বলেছেন, ''কখনও কখনও পরিস্থিতি অনুকূল থাকে না। সে সময় কিছুই ঠিকঠাক হয় না। আমার মতে চেন্নাই ম্যাচে সূর্যের একটা বেশ ভাল শট সরাসরি ফিল্ডারের হাতে চলে গিয়েছে। নিশ্চিত ভাবে ও বড় ইনিংস খেলার জন্য প্রস্তুত। ফর্মেও রয়েছে। এ বার বড় শট খেলতে গিয়ে কয়েক বার বাউন্ডারির কাছে ক্যাচ আউট হয়েছে। বড় রান পাওয়া সময়ের ব্যাপার। আমার মনে হয়, সূর্যকুমার নিজেও হতাশ। ওকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে।''তিলককেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে রাজি নন জয়বর্ধনে। তাঁর মতে, তিলক এখনও শিখছেন। মুম্বই কোচ বলেছেন, ''তিলক এখনও শিখছে। ওকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হচ্ছে। সেই দায়িত্বগুলো পালনও করছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মোটেও সহজ নয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেললে অভিজ্ঞতা বাড়ে। যত বেশি খেলবে, তত বুঝতে পারবে কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। পরিস্থিতি সামলাতে শিখবে। আরও ভাবতে শিখবে। কোন সময় কতটা আগ্রাসী হতে হয়, বুঝবে। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো তিলক দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলবে।'বুমরাহও এ বার চেনা ফর্মে নেই। উইকেট পাচ্ছেন না। তাঁকে নিয়ে কিছু দিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। তবে জয়বর্ধনে বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলারকে নিয়ে চিন্তিত নন। বুমরাহকে নিয়ে তিনি বলেছেন, ''এটা শুধু বুমরাহের ব্যাপার নয়। পুরো বোলিং বিভাগের দায়িত্ব উইকেট নেওয়া। সকলে একসঙ্গে চেষ্টা করলে, দু'একটা উইকেট পড়লে বুমরাহ সাহায্য পাবে। আরও আগ্রাসী বোলিং করতে পারবে। সকলকেই কোনও না কোনও মরসুমে একটু কম কার্যকরী মনে হয়। তবে দক্ষতা কিন্তু স্থায়ী।''

# গরম তেলে দগ্ধ শ্রমিককে হাসপাতালে না নিয়ে রেলস্টেশনে ফেলে যাওয়ার অভিযোগ, ক্ষোভ সাব্রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩ মে: সাব্রুমে এক মিষ্টির দোকানের শ্রমিককে নিয়ে মালিকের অমানবিক আচরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গরম তেলে পড়ে গুরুতরভাবে দগ্ধ হওয়া এক শ্রমিককে হাসপাতালে না নিয়ে রেল স্টেশনে ফেলে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দোকান মালিকের বিরুদ্ধে।

জানা যায়, সাব্রুম এলাকার এক মিষ্টির ব্যবসায়ী প্রদীপের দোকানে দীর্ঘদিন ধরে কারিগর হিসেবে কাজ করতেন সঞ্জয় কুমার। অভিযোগ, কাজ করার সময় হঠাৎ করে তিনি গরম তেলের কড়াইয়ে পড়ে গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। কিন্তু তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দোকান মালিক তাকে সাবরুম রেল স্টেশনে ফেলে রেখে চলে যান বলে অভিযোগ।

পরে স্থানীয় কয়েকজন যুবক বিষয়টি জানতে পেরে গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয় কুমারকে উদ্ধার করে সাবরুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের একাংশ অভিযুক্ত দোকান মালিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

## সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

আগরতলা ৩ মে : আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক তাপস দত্ত"র বাবা তরুণী কান্ত দত্ত আজ পরলোক গমন করেছেন।মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তিনি রেশম বাগান স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। রবিবার বিকেল ৩ টা ৫ মিনিটে জিবিপি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।আগরতলা প্রেস ক্লাব উনার প্রয়াণে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

# নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

## গঠিত নতুন পরিচালন সমিতি

আগরতলা, ৩ মে : নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা সদর ও মহকুমার অধিকাংশ সদস্য-সদস্যার উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। উপস্থিত সদস্য ও সদস্যাদের সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রতিবেদন ও হিসাব অনুমোদিত হয়। এদিন সভায় নতুন পরিচালন সমিতিও গঠন করা হয়। সমিতির সভাপতি হিসেবে ড: সঞ্জয় নাথ, সম্পাদক হিসেবে সুদীপ কুমার রায় এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অপূর্ব সাহাকে মনোনীত করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত পরিচালন সমিতিকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে সংঘের কার্যক্রম আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

## বেকার সমস্যা, নিয়োগ বাতিল ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সরব বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, পুলিশ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল, নেশা কারবার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এবার সরব হলেন নয় বনমালীপুর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির কড়া সমালোচনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতি বছর ৫০ হাজার বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট আকার ধারণ করছে।

তিনি অভিযোগ করেন, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার পরোক্ষভাবে তাদের নেশার জগতে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্যে নেশা কারবার বেড়ে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। পুলিশ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের ঘটনায়ও তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তার দাবি, এই সিদ্ধান্তে বহু চাকরিপ্রার্থী যুবক-যুবতী হতাশ হয়ে পড়েছেন।

এছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সরকারের উচিত দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

# নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসুচি পালিত



**আগরতলা, ৩ মে।।** বৃক্ষরপন ,এবং বটতলা এলাকায় অস্থায়ি ডাস্টবিন স্থাপন, তার সাথে বটতলা থেকে জয়নগর এলাকায় ফুতপাথ দিয়ে চলাফেরা করার জন্য ফুতপাথ দখলদারি ব্যবসায়িক বন্ধুদের কাছে আবেদন জানানো দখল মুক্ত করর জন্য। এদিকে, এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পুরসভা থেকে রাখা সাফাই কর্মীর হাতে আবর্জনা তুলে দেবার জন্য বাড়ী বাড়ী লিফলেট প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে, এলাকায় প্রবিন অভিভাবিকা যাদের বয়স ৭৫ হয়েছে তাদের মধ্যে ১৮ জন বিশিষ্ট অভিভাবিকাদের স্মারক এর মাধ্যমে সম্মান জানানো।

অপরদিকে, আজ থেকে নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থা এবং স্বর্গীয় পঞ্চানন্দ দেবনাথ মহাশয় এর পরিবারের পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যেগে প্রতিমাসের প্রথম রবিবার চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের শুভারম্ভ হয় ।সেই কেন্দ্রের মাধ্যমে বিপিএল কার্ড হোল্ডার পরিবার এর হাতে তুলে দেওয়া হবে বিনামুল্যে চশমা এবং ওষধ। তাছাড়া, নবম ও দশম শ্রেনির গরিব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রিদের হাতে বিনামুল্যে বই খাতা তুলে দেওয়া হলো।

## এক পথচারিকে বাঁচাতে গিয়ে গুরতর আহত বাইক চালক সহ এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ মে: জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়া যাবার পথে ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারিকে বাঁচাতে গিয়ে গুরতর আহত দুই। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রবিবার রাত্র আনুমানিক ৭ ঘটিকায় জোলাইবাড়ীর ফায়ার সার্ভিস মুখে টি আর ০৩ পি ৮১২৬ নাম্বারের বাইক এক পথচারিকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে।

এতে করে বাইক চালক ও বাইকে থাকা অপর এক ব্যক্তি রাস্তায় পরেগিয়ে গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় লোকজনেরা খবর দেয় জোলাইবাড়ী দমকলবাহিনীর কর্মীদের। দমকলবাহিনীর কর্মীরা দুর্ঘটনার খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

জানা যায় দুর্ঘটনায় আহত দুইব্যক্তি মুহুরীপুর এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত দুইব্যক্তিহলো সঞ্জয় কর (৪৫) অপরজন শ্যামল দে (৪০)। আহতরা বর্তমানে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ।

# ৮ দফা দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী-সহায়িকাদের গণঅবস্থান

আগরতলা, ৩ মে: ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার্স এন্ড হেলপার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় ৮ দফা দাবিকে সামনে রেখে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকারা।

গণঅবস্থান থেকে আন্দোলনকারীরা দাবি তোলেন, রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের অবিলম্বে নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ৪১ হাজার টাকা এবং সহায়িকাদের ৩৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও কর্মী ও সহায়িকাদের জন্য গ্র্যাচুয়িটি ও পেনশনের ব্যবস্থা চালুর দাবি তোলা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প পারিশ্রমিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও তারা ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও দাবি জানানো হয়, রাজ্যের কোনও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র বন্ধ করা যাবে না। শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি কর্মসূচি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমেই পরিচালনা করতে হবে বলে তারা জানান।

গণঅবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা দ্রুত দাবিগুলি পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

## ভিটারবনে যৌথ পুলিশ অভিযানে দুই চোর আটক, উদ্ধার ৯ গ্রাম স্বর্ণের চেইন

আগরতলা, ৩ মে: রাজধানীর ভিটারবন এলাকায় যৌথ অভিযানে দুই চোরকে আটক করল রামনগর ফাঁড়ি ও পশ্চিম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জাকির হোসেন ও সাগর দাস। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৯ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে ভিটারবন এলাকায় অভিযান চালায় রামনগর ফাঁড়ি এবং পশ্চিম থানার পুলিশ। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাদের তল্লাশি চালিয়ে একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য দেড় লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# আগরতলা প্রেসক্লাবে ভারত বিকাশ পরিষদ মহিলা সভাগীতার ২৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: ভারত বিকাশ পরিষদ মহিলা সভাগীতা ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ২৪তম অধিবেশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা সভাগীতার রূপা দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ভারত বিকাশ পরিষদ সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রক্তদান কর্মসূচি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে ভারত বিকাশ পরিষদের সদস্যরা সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্যাণে তাদের এই বহুমুখী কার্যক্রম সত্যিই প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও সমাজসেবামূলক কাজ আরও বিস্তৃতভাবে চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

## পৃথক ভিলেজ কাউন্সিলের দাবিতে সরব ব্রু পুনর্বাসন এলাকার রিয়াং জনগোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: ব্রু পুনর্বাসন এলাকায় পৃথক ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন রিয়াং জনগোষ্ঠীর মানুষজন। এই দাবিকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। কাঞ্চনপুর মহকুমার নাইসিংপাড়া, খাসনামপাড়া ও আশা পাড়ার হাজারো বাসিন্দা সম্প্রতি দশদা ব্লক অফিসে গিয়ে বিডিও'র মাধ্যমে মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে একটি দাবি সনদ জমা দেন।

দাবিদারদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই তারা পৃথক ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এর জেরে ব্রু পুনর্বাসন এলাকায় রিয়াং জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাদের।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অবিলম্বে এই দাবির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। ফলে নতুন করে পুনর্বাসন প্রাপ্ত এলাকাগুলিতে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। সেই পুনর্বাসন প্রাপ্ত এলাকাগুলির বাসিন্দারাই এখন পৃথক ভিলেজ কাউন্সিলের দাবিতে আন্দোলনের পথে হাঁটছেন।

## বেলাবরে রাস্তা সংক্রান্ত বিরোধে আক্রান্ত এক পরিবার, হাসপাতালে দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: রাস্তা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এডিনগর থানা এলাকার বেলাবর এলাকায় এক পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ইসলাম মিয়া, তার স্ত্রী রানওয়ারা বেগম সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। আহত দম্পতিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জেরেই রবিবার উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, একদল ব্যক্তি ইসলাম মিয়াদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে মারধর করে এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

# কৈলাশহর চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের উদ্যোগে এক বৈচিত্র ধর্মী ট্যালেন্ট সার্চ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মে: রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ কৈলাশহর চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের উদ্যোগে এক বৈচিত্র ধর্মী ট্যালেন্ট সার্চ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। মহকুমার মধ্যে বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় আজ কৈলাশহর উনোকোটি কলা ক্ষেত্রে। মহকুমার বিভিন্ন বয়সী কচিকাঁচারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এবং তাদের প্রতিভা বিকশিত করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের পক্ষ থেকে। যাহাতে তাদের প্রতিভা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে।

আজ চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ বিনয় কুমার দে এবং তার সহধর্মীনি সুপর্ণা সূত্রধর আজকের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মহকুমার মধ্যে বিভিন্ন হানে নিযুক্ত প্রাপ্ত অঙ্কন শিক্ষক শিক্ষিকারা কঠোর পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। অনুষ্ঠান শেষে সাত শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেডেল দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়। এবং অধ্যক্ষ বলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারীদের কে পরবর্তীকালে মানপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানের ফলে ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবকরা খুশি প্রকাশ করে। এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার ফলে খুশি শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্রকৌশলীরা সহ বিশিষ্টজনেরা।

## অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, মে মাসে রাজ্য সম্মেলনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে রবিবার অনুষ্ঠিত হল অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলনকে আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সংগঠনের চেয়ারম্যান সান্তনু পাল জানান, আগামী ২১ ও ২২ মে আগরতলায় অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি-দাওয়া এবং অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তিনি আরও জানান, সম্মেলন শেষে শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকেও সংগঠন এগোবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

## জবলপুর ক্রুজ দুর্ঘটনা: শেষ নিখোঁজের দেহ উদ্ধার, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

ভোপাল/জবলপুর, ৩ মে (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলার বার্গি ড্যামে নৌকাডুবি-কাণ্ডে শেষ নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হওয়ার পর রবিবার প্রশাসন জানিয়েছে, তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩।

রবিবার উদ্ধার হয় কামারাজের দেহ, যা গত ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়ের মধ্যে একটি পর্যটকবাহী ক্রুজ নৌকা উল্টে যাওয়ার ঘটনার পর বহুদিন ধরে চলা অনুসন্ধান অভিযানের ইতি টানে। একইদিন সকালে উদ্ধার হয় ৯ বছরের ময়ূরনের দেহ, যিনি তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লির বাসিন্দা এবং কামারাজের ভাতিজা। এর আগে শনিবার ৪ বছরের বিরাজ সোনি ও ৬ বছরের শ্রী তামিলের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

এই দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হলেও, ২৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং উদ্ধারকারী দলগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় এই উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়।

ঘটনাটি ঘটে ৩০ এপ্রিল বিকেল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটে, খামারিয়া দ্বীপের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকা প্রবল ঝড় ও দমকা হাওয়ার কারণে নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিশাল ঢেউয়ের তোড়ে উল্টে যায়। ঝড়ের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া জানানোরও সময় মেলেনি।

উদ্ধারকাজ চলাকালীন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য সামনে আসেমেরিনা ম্যাসির দেহ পাওয়া যায়, যিনি নিজের চার বছরের ছেলে ত্রিশানকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি নিজের লাইফ জ্যাকেটের মধ্যে সন্তানকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা উদ্ধারকর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের গভীরভাবে মর্মাহত করে।

প্রাথমিক তদন্তে একাধিক নিরাপত্তা ত্রুটির কথা উঠে এসেছে। জানা গেছে, ২৯ জনের জন্য টিকিট ইস্যু করা হলেও নৌকায় ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। এছাড়াও, আবহাওয়া দফতরের জারি করা অরেঞ্জ সতর্কতা উপেক্ষা করেই নৌকাটি যাত্রা শুরু করে। অনেক যাত্রীই দুর্ঘটনার সময় লাইফ জ্যাকেট পরেননি বলেও জানা গেছে।

নিহতদের দেহ তাঁদের নিজ নিজ শহরে পাঠানো হয়েছে শেষকৃত্যের জন্য। ম্যাসি পরিবারের তিন সদস্যের দেহ শনিবার দিল্লিতে পাঠানো হয়, অন্যদিকে একই দলের দুই মহিলার দেহ বিমানযোগে কোয়েম্বাটুরে পাঠানো হয়েছে।

## বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৩ মে (আইএএনএস): বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গণতন্ত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বের উপর জোর দিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, "বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে সকল সাংবাদিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং সমাজকে নতুন দিশা দেয়।

## নেপালে এক নির্দেশেই অপসারিত ১,৫৯৪ রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত, প্রশাসনে অস্থিরতা

কাঠমান্ডু, ৩ মে (আইএএনএস): বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপে নেপালের প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাউডেল একটি অধ্যাদেশ জারি করে একযোগে ১,৫৯৪ জন রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্তকে পদ থেকে অপসারণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তে দেশের প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

"অফিস থেকে সরকারি পদাধিকারীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান, ২০২৬" শীর্ষক এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চের আগে যাঁরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বোর্ড, কাউন্সিল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া সংস্থায় নিয়োগ পেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই অধ্যাদেশ জারি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সুপারিশে। ৫ মার্চের নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর ২৬ মার্চ শাহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সরকার গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কাঠমান্ডুর নদীর পাড় থেকে বসতি উচ্ছেদকে ঘিরে মানবিক প্রশ্ন উঠেছে। সমর্থকদের মতে, ভুয়ো ভূমিহীনদের সরানো প্রয়োজন ছিল, তবে সমালোচকদের অভিযোগযথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই উচ্ছেদ চালানো হয়েছে, ফলে বহু পরিবার বিপাকে পড়েছে।

এছাড়াও, একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি, শের বাহাদুর দেউবা এবং পুষ্প কমল দাহাল-এর বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

সরকারের তরফে ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা জোরদার করা এবং পরিষেবা দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ অবশ্য সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে এত বড় সংখ্যক কর্মকর্তাকে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়ার ফলে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

# গভীররাতে দুর্গম এলাকায় পুলিশের অভিযান ৩৬ কেজি শুকনো গাঁজাসহ আটক এক

আগরতলা, ৩ মে: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গভীর রাতে দুর্গম এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় নির্মল ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার সকালে একান্ত সাক্ষাৎকারে যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, শনিবার সন্ধ্যায় খবর আসে যে কলাছড়া গ্রামের পূর্বাংশে নির্মল ত্রিপুরার বাড়িতে বস্তাবন্দী অবস্থায় বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা মজুত রয়েছে। খবর পাওয়ার পর ওসি নিজে সাব-ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দেবনাথ, সাব-ইন্সপেক্টর অমরকিশোর দেববর্মা, এএসআই কাফুরাই দেববর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে রাতের অভিযানে বের হন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে হেঁটে অভিযানে যেতে হয়। রাত প্রায় বারোটার পর অভিযুক্তের বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি চালানো হয়। তখন নির্মল ত্রিপুরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ডেকে তোলা হয়। পরে ঘর তল্লাশি করে প্লাস্টিকের তিনটি বস্তায় ভরা মোট ৩৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তকে আটক করে রাত প্রায় ১টা নাগাদ যাত্রাপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। ওসি আরও জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং রবিবারই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। উল্লেখ্য, যে এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়েছে তা যাত্রাপুর থানা এলাকা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত কলাছড়া গ্রামের দুর্গম অংশ। থলিবাড়ি ও মনাই পাথর এডিসি ভিলেজের মধ্যবর্তী এই বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণ উপজাতি অধ্যুষিত এবং দিনের বেলাতেও সেখানে যাতায়াত অনেকের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ বলে স্থানীয়দের দাবি।

## দীর্ঘদিন ধরে পলাতক এনডিপিএস মামলার অভিযুক্ত অনির্বাণ দাস গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা এনডিপিএস মামলার এক অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অনির্বাণ দাস ওরফে পাপাই। তিনি জগহড়িমুড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এনডিপিএস আইনের অধীনে দায়ের হওয়া দুইটি মামলায় অভিযুক্ত অনির্বাণ দাস দীর্ঘদিন ধরেই আত্মগোপন করে ছিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
04-05-2026, 00:52